জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in | /DigitalJagoBangla | /jagobangladigital | /jago_bangla | www.jagobangla.in

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ১২৮ • ৮ অক্টোবর, ২০২৬ • ২০ আশ্বিন ১৪৩৩ • বৃহস্পতিবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 22, Issue - 128 • JAGO BANGLA • THURSDAY • 8 OCTOBER, 2026 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

বরাদ্দ বন্ধ

জুন মাস থেকে বন্ধ মিড-ডে মিলের বরাদ্দ। দোকানে বকেয়া বাড়ছে। সমস্যায় গঙ্গারামপুর ব্লকের গ্রামীণ এলাকার প্রায় ১৬০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিডিওকে জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। বর্ধিত টাকা তো দূরস্থ, মিলছে না পুরনো টাকাও

ফের বৃষ্টি বাড়বে

আজ রোদের তীব্রতা প্রায় থাকবে না। বৃষ্টির পরিমাণ ও তীব্রতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভ্যাপসা গরম বজায় থাকবে। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, কালিম্পং ও জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা

উঠে গেল মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন, নিয়োগ এসএসসির

খড়্গপুরে দিনদুপুরে চলল গুলি, গুরুতর জখম ছাত্র

জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ চাই। বুধবারও ইন্ডিয়ার আন্দোলনে তপ্ত দিল্লি।

আটক, প্রতিবাদ ধরনায় বুধবারও যন্তর মন্তর উত্তপ্ত

প্রতিবেদন : মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে ইন্ডিয়া জোটের আন্দোলনে মঙ্গলবারের পর বুধবারও উত্তাল দিল্লি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদীদের কণ্ঠোরোধ করতে বিজেপি সরকারের বর্বোরিচিত আচরণের সাক্ষী থাকল গোটা দেশ। রাহুল গান্ধী, প্রিয়ঙ্কা গান্ধী, ডেরেক ও'ব্রায়েন, মহুয়া মৈত্র, সামিরুল ইসলাম-সহ ইন্ডিয়া জোটের সাংসদের রীতিমতো শারীরিক নিগ্রহ করল দিল্লি পুলিশ। বিরোধীরা আজকের দিনটিকে গণতন্ত্রের কালো দিন হিসেবে ঘোষণা করেছে। বৃহস্পতিবার আরও বড় আন্দোলনের পরিকল্পনা করছে তারা। সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন এক্স হ্যান্ডেলে সেরকমই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

আটক সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন। পুলিশি নিগ্রহের পর আটক করা হচ্ছে সামিরুল ইসলামকে। পুলিশের হামলার শিকার মহুয়া মৈত্র। রক্তাক্ত হাত এবং মুখ।

বুধবার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গের আমন্ত্রণে দিল্লির ৯ জনপথে সাগররত্ন রেস্তোরাঁয় আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজে যোগ দেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন-সহ ইন্ডিয়া জোটের শীর্ষ নেতারা। তাৎপর্যপূর্ণ এই মধ্যাহ্নভোজে (এরপর ৬ পাতায়)

আজ দিল্লিতে নেত্রী

প্রতিবেদন : জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিকে আরও জোরালো করতে আজ, বৃহস্পতিবার দিল্লি যাচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন জানান, বৃহস্পতিবার দুপুরে পৌঁছেই নেত্রী রাজধানীর রাস্তায় নামবেন জ্ঞানেশ হঠাও অভিযানে। দিল্লির বুকে আবার বিজেপির

বিরুদ্ধে রাস্তায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাতের ঘুম ছুটে গিয়েছে দিল্লি পুলিশের। মঙ্গলবার থেকে শুরু আন্দোলনের ঝাঁজ বেড়েছে বুধবার। বিরোধী দলের সাংসদ, নেতা এবং সমর্থকদের সঙ্গে আম-জনতার যোগফলে নাকাল দিল্লি পুলিশ। সমস্ত রকম ব্যবস্থা করেও বিরোধীদের বাগে আনা যায়নি। বৃহস্পতিবার এই ঝাঁজ আরও বাড়বে।

লজ্জার বাংলায় যেন জঙ্গলরাজ

প্রতিবেদন : রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার সাড়ে পাঁচ মাসের মধ্যে আইনশৃঙ্খলার চূড়ান্ত অবনতি হয়েছে। গোটা রাজ্যে যেন জঙ্গলরাজ চলছে! তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ সাকেত গোখলের তথ্যের অধিকার আইনে (আরটিআই) চাওয়া প্রশ্নের উত্তরে এই ভয়ঙ্কর পরিসংখ্যান উঠে এসেছে। তথ্যের অধিকার আইনে রাজ্যের অপরাধ পরিসংখ্যান বুরোর তরফে এমনই তথ্য প্রকাশ করা

পাঁচ মাসে ২,৪৫৪ ধর্ষণ, ৬০০ খুন!

হয়েছে। এ-বছর মে মাস থেকে এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ২,৪৫৪টি ধর্ষণ, ৬০০টি খুন, ১৩,১১৪টি খুনের চেষ্টার অভিযোগ, ৩২,৩৪১টি গুরুতর জখম করার অভিযোগ জমা পড়েছে। মে থেকে সেপ্টেম্বর— পাঁচ মাসের অপরাধের সংখ্যা প্রকাশ করে এই তথ্য জানানো হয়েছে। এরপর এক্স হ্যান্ডেলে অভিষেক লেখেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল 'ডাবল ইঞ্জিন'-এর। কিন্তু বাংলা পেল 'ডাবল ইঞ্জিন' বিপর্যয়। এসআইআর ও ভোটচুরির এটাই উপহার, যেকোনও মূল্যে ক্ষমতা দখল। আর তার মাশুল গুনছে বাংলা।

বুধবার, দলের বিধায়ক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বিধানসভা গেটের সামনে সাংবাদিকদের

ধর্ষণ	খুন	খুনের চেষ্টা	অপরহরণ-হামলা
২,৪৫৪	৬০০	১৩,১১৪	৩২,৩৪১

মে ২০২৬

অপরাধ	ঘটনার সংখ্যা
খুন	১২৫
খুনের চেষ্টা	২,৯৪৭
ধর্ষণ	৩৪৯
অপহরণজনিত আক্রমণ	৭,৭৯৪

জুন ২০২৬

অপরাধ	ঘটনার সংখ্যা
খুন	১৩৪
খুনের চেষ্টা	৩,০৯৬
ধর্ষণ	৩৮৯
অপহরণজনিত আক্রমণ	৬,৯২২

জুলাই ২০২৬

অপরাধ	ঘটনার সংখ্যা
খুন	১৩৩
খুনের চেষ্টা	২,৫৬২
ধর্ষণ	৭৮৬
অপহরণজনিত আক্রমণ	৬,১৯১

আগস্ট ২০২৬

অপরাধ	ঘটনার সংখ্যা
খুন	১১১
খুনের চেষ্টা	২,৪৯৮
ধর্ষণ	৪৫৯
অপহরণজনিত আক্রমণ	৬,৩৩৪

সেপ্টেম্বর ২০২৬ (২৪.০৯.২০২৬ পর্যন্ত)

অপরাধ	ঘটনার সংখ্যা
খুন	৯৭
খুনের চেষ্টা	২,০১১
ধর্ষণ	৪৭১
অপহরণজনিত আক্রমণ	৫,১০০

ডাবল ইঞ্জিন ডিজাস্টার তোপ দাগলেন অভিষেক

মুখোমুখি হয়ে বলেন, গত ৫ মাসে ২,৪৫৪টি ধর্ষণ— রাজ্যের এই আইনশৃঙ্খলা-পরিস্থিতিতে মা-

জরুরি অধিবেশনের দাবি তুলল তৃণমূল

বোনেদের নিরাপত্তা কোথায়? দলের হয়ে মামলা-লড়া আইনজীবী অর্ক নাগ (এরপর ৬ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

অপরূপা

অপরূপা-অনন্যা
সমুদ্রের ফেনা
তটিনীর পারে
ডানা বিছিয়ে
চলেছে সমুদ্রকন্যা
মণি-মুক্তো সঙ্গে নিয়ে
চলেছেন তিনি
নিজেকে সাজিয়ে
সমুদ্র জননী ধন্যা
তুমি অপরূপা-অনন্যা।

পূর্বই যখন নেই পশ্চিম কেন! বাংলা'র পক্ষে সওয়াল তৃণমূলের

প্রতিবেদন : পূর্বই নেই, তার আবার পশ্চিম! পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তন নিয়ে শুভেন্দুর সরকারকে সওয়াল তৃণমূল বিধায়ক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষের। তিনি প্রশ্ন তোলেন, ভোটের আগে প্রধানমন্ত্রী সোনার বাংলা তৈরি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা হলে নাম বদল করে পশ্চিমবঙ্গ করার কী মানে? বরং, নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবিত বাংলা নামটিই যুক্তিযুক্ত বলে তিনি জানান। নাম বদল করার হলে বাংলা নামটিই রাখা হোক বলে দাবি করেছেন তিনি।

তাঁর কথায়, বাংলা তো পুরোদস্তুর একসময় বাংলাই ছিল। ভোটের আগে প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রী সোনার বাংলা বানাবেন বলেছেন। একবারও তো বলেননি সোনার পশ্চিমবঙ্গ বানাব। কোনও বিজেপি নেতার মুখে শুনেছেন সোনার পশ্চিমবঙ্গ? তা হলে এখন পশ্চিমবঙ্গ আসছে কেন? পশ্চিমবঙ্গ যদি এসেই থাকে তা হলে নির্বাচনী প্রচারে এসে কেন বলেননি সোনার পশ্চিমবঙ্গ? যেখানে পূর্ব নেই, সেখানে পশ্চিম থাকতে পারে? (এরপর ৫ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
8 October, 2026 • Thursday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৬৭ চে গুয়েভারা (১৯২৮-১৯৬৭)

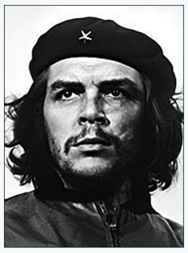

এদিন ধরা পড়েন। কিউবার মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম নেতা ও লাতিন আমেরিকার বুকে গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলা এই বিপ্লবীর আসল নাম ছিল আর্নেস্তো গুয়েভারা দে লা সেরনা। জন্ম আর্জেন্টিনায়। ধরা পড়ার পরের দিন অর্থাৎ ৯ অক্টোবর বলিভিয়াতে তাঁকে গুলি করে মারা হয়।

১৮৬২ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ (১৮৬২-১৯৭২) এদিন ত্রিপুরার শিবপুরে জন্মগ্রহণ করেন। সংগীত জগতের এক প্রতিভাধর পুরুষ। 'সেনী ঘরানা'র সংগীতসুধাকে তিনিই রাজদরবার থেকে বন্ধনমুক্ত করে জনগণের দরবারে নিয়ে আসেন। ১৯৫৮-তে পদ্মভূষণ লাভ করেন। ১৯৬১-তে বিশ্বভারতী তাঁকে দেশিকোত্তম প্রদান করে। মাইহারে সারদেশ্বরী মন্দির প্রতিষ্ঠা করে রোজ সেখানে পূজা-অর্চনা ও ধ্যান-প্রাণায়াম করতেন।

১৮৯২ ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত (১৮৯২-১৯৭৯) এদিন যশোরে জন্মগ্রহণ করেন। বিপ্লবী যুগান্তর দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। বাঘাযতীনের সংস্পর্শে আসেন। ১৯১৭ সালে গ্রেপ্তার হন। জেলে ৭৮ দিন অনশন করেন। পরে ছাড়া পেয়ে নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশনে গান্ধীজির সঙ্গে আলোচনা করে কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯৩০ সালে ফের কারারুদ্ধ হন। আট বছর জেলে কাটান। দেশবিভাগের পর পাকিস্তানের নাগরিকত্ব নেন। সেখানকার পার্লামেন্টের সদস্যও হন। ১৯৬১-তে ভারতে প্রত্যাবর্তন এবং প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে অবসরগ্রহণ। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'বিপ্লবের পদচিহ্ন', 'ইন্ডিয়ান রেভলিউশন অ্যান্ড দ্য কনস্ট্রাকটিভ প্রোগ্রাম' ইত্যাদি।

২০২০ সমুদ্রবিজ্ঞানী তথা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আনন্দদেব মুখোপাধ্যায় (১৯৩৮-২০২০) দশদিন করোনার সঙ্গে লড়াইয়ের পর এদিন প্রয়াত হন। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। রাজ্যে সাক্ষরতার প্রসারে একেবারে সামনের সারিতে তাঁকে দেখা যেত।

১৮৭১ শিকাগোতে

এদিন ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড ঘটে। প্যাট্রিক ও ক্যাথরিন ও'লিয়ারির গোলা থেকে আগুন ছড়ায় গোটা শহরে। জনশ্রুতি অনুসারে শ্রীমতী ক্যাথরিনের খামারে সেদিন একদল লোক জুয়ো খেলছিল। তারাই অন্যমনস্ক হয়ে একটা লণ্ঠন উলটে ফেলে। সেই লণ্ঠনে ধাক্কা খেয়ে হোঁচট খায় খামারের একটা গোরু। তারই জেরে শহরে অগ্নিকাণ্ডটি ঘটে। আগুন নিভতে দু'দিন লেগে যায়। মারা যান প্রায় তিনশো লোক।

১৯৩৬ মুন্সি প্রেমচাঁদ (১৮৮০-১৯৩৬) এদিন প্রয়াত হন। হিন্দি ভাষার এই বিশিষ্ট সাহিত্যিকের আসল নাম ধনপত রাই শ্রীবাস্তব। প্রেমচাঁদের সাড়া জাগানো উপন্যাসগুলির মধ্যে রয়েছে 'গোদান', 'কর্মভূমি', 'ইদগাহ' প্রভৃতি। উপন্যাসের পাশাপাশি হিন্দি ছোটগল্পেরও তিনি ছিলেন রূপদক্ষ স্রষ্টা।

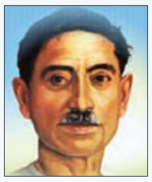

১৯৭৯ জয়প্রকাশ নারায়ণ (১৯০২-১৯৭৯) এদিন প্রয়াত হন। শ্রদ্ধেয় প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতা। তিনি দলহীন গণতন্ত্রে এক ভাবুক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। জরুরি অবস্থার সময় 'স্বৈরতান্ত্রিক' শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলোকে বলেছিলেন, হয় ওরা এক দল হয়ে নির্বাচন লড়বে, তা না হলে আমি ওদের সঙ্গে নেই। বিরোধী দলের ধর্মপিতা ছিলেন তিনি। তাঁর হুমকিতে কাজ হয়েছিল। চরণ সিংহ, মোরারজি দেশাই থেকে বাজপেয়ী, আডবাণী— সব এক মঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। পরিণতিতে ১৯৭৭-এ ভারতে প্রথম অকংগ্রেসি সরকার ক্ষমতায় এসেছিল।

১৯৩২ এ-দিন ভারতীয় বিমানবাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন এটির নাম ছিল রয়্যাল এয়ার ফোর্স। এ জন্য প্রতি বছর ৮ অক্টোবর পালিত হয় ভারতীয় বায়ুসেনা দিবস। এই বছর ভারতীয় বিমানবাহিনী (IAF) ৮৯তম বায়ুসেনা দিবস পালন করছে। দেশের বিভিন্ন শক্তিশালী যুদ্ধবিমান আকাশে নানা কসরত দেখায় এই দিনে। দিল্লির কাছে গাজিয়াবাদে হিন্দানে এয়ার ফোর্স স্টেশনে পালিত হয় এই দিবস। ১৯৫০ সাল থেকে ভারতীয় বায়ুসেনা পাকিস্তান ও চিনের বিরুদ্ধে দেশের হয়ে চারটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এ ছাড়া অপারেশন বিজয়, অপারেশন মেঘদূত, অপারেশন ক্যাকটাস এবং অপারেশন পুমালাইয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে অংশ গ্রহণ করে ভারতীয় বিমানবাহিনী। রাষ্ট্রপুঞ্জের শান্তিরক্ষা অভিযানের সঙ্গেও যুক্ত আছে ভারতীয় বিমানবাহিনী।

কর্মসূচি

উত্তর কীর্তনীয়া পাড়া নাইস ক্লাব পরিচালিত দিন রাতের কবাডি প্রতিযোগিতা। উপস্থিত স্থানীয় বিধায়ক বাবর আলি।

দিল্লির যন্তর মন্তরে জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের বিক্ষোভ। সাংসদ মহুয়া মৈত্রের ওপর দিল্লি পুলিশের হামলা। তাঁকে টেনে হিঁচড়ে বিক্ষোভস্থল থেকে সরানো হচ্ছে।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৮৪৮

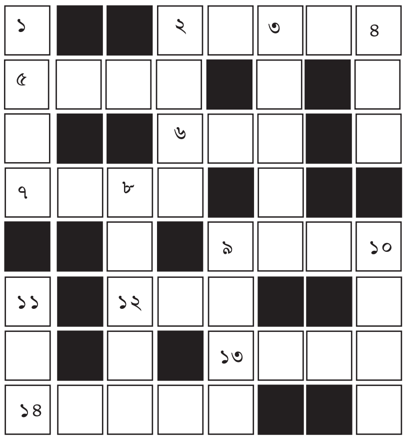

পাশাপাশি : ২. ঝগড়ুটে ৫. জীবিত সাধুপুরুষ ৬. পাল্লা, প্রতিযোগিতা ৭. পৃথিবী, মরজগৎ ৯. আছাড় ১২. শ্রীহীন, কুৎসিত ১৩. কানের গয়নাবিশেষ ১৪. নাগরপ্রধান।

উপর-নিচ : ১. রাজীব গান্ধীর বন্ধু বান্টির ভালো নাম ২. কাক ৩. হরি সংকীর্তনের পর প্রসাদি বাতাসা ভক্তদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া ৪. মজা, ঠাট্টাতামাশা ৮. রোমকূপ ৯. আক্ষেপ, অনুশোচনা ১০. উগ্রপন্থী কমিউনিস্ট ১১. দৃষ্টান্ত।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৮৪৭ : পাশাপাশি : ১. ঐষীক ৩. পিণ্ডায়স ৫. রক্তচলাচল ৭. তবল ৮. নরেশ ১০. মালাইবরফ ১২. তাম্বূলিক ১৩. রণৎ।

উপর-নিচ : ১. ঐরাবত ২. কবির লড়াই ৩. পিরিচ ৪. সচ্ছল ৬. লালন ফকির ৯. শশভৃৎ ১০. মান্যতা ১১. বন্ধক।

৭ অক্টোবর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৮৩০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৯০৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪১৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২২২৩৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২২২৪৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৭.০৭	৯৭.৯১
ইউরো	১০৮.৪৩	১০৯.৫৭
পাউন্ড	১২৮.০৯	১২৯.৫১

নজরকাড়া ইনস্টা

■ কাজল

■ ঈশা সাহা

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও আকবর-ই-মশরিক প্রাইভেট লিমিটেড, ১০/৩, তালবাগান লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৭ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed at AKHBAR-E-MASHRIQ PVT. LTD., 10/3, Talbagan Lane, Kolkata-700 017
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21
City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

সেজে উঠছেন মা দুর্গা। কুমোরটুলিতে

লজ্জা! কোন দল করেন ২০ বেইমান বলতেই পারছেন না

প্রতিবেদন : আরও সময় চাই বেইমানদের! কোন দলে আছেন সেটা বলতে পারছেন না! অন্যায়ভাবে বিজেপি ও লোকসভার স্পিকার তাঁদের সময় দিচ্ছেন। তাঁদের দিয়ে তৃণমূল ভাঙানোর জন্য এই নোংরা খেলা খেলে যাচ্ছে বিজেপি। আর তৃণমূলের টিকিটে জিতে বিজেপির দালালি করে বেড়াচ্ছে বেইমানেরা। কোন দলে রয়েছেন, তা জানানোর মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে বৃহস্পতিবার। তার আগে বুধবার ফের স্পিকারকে চিঠি লিখে তাঁরা সময় বাড়াতে বলছেন! হচ্ছেটা কী!

বেইমান সাংসদদের পদ অবিলম্বে খারিজের দাবিতে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তৃণমূল মুখপাত্র বিধায়ক কুণাল ঘোষ। বুধবার সাংবাদিক বৈঠক থেকে তিনি তোপ দাগেন বিজেপির দালাল বেইমান সাংসদদের উদ্দেশে। বলেন, ৪ মে-র পর ডিগবাজি খাওয়া তৃণমূলত্যাগী ২০ সাংসদ কোন দলে রয়েছেন, তা বলতে পারেন না। তাঁদের অবস্থান জানাতে সুপ্রিম কোর্ট নোটিশ পাঠানোর পর সময় চেয়েই যাচ্ছে ধোপার বাড়ি যাওয়া সাংসদেরা। আর স্পিকার ও বিজেপি তাঁদের নির্লজ্জভাবে প্রোটেক্ট করে যাচ্ছে ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে। অবিলম্বে ওঁদের সাংসদ পদ খারিজ করা হোক। অকৃতজ্ঞগুলোকে আর প্রোটেক্ট করবেন না। রাজনীতিটাকে আবর্জনায় পরিণত করছেন আপনারা। আর গদ্দারগুলোর মুখে খই ফুটছে, শুধু বড় বড় কথা, নিজেরা কোন দলে আছেন বলতে পারেন না!

কোন দলে আছেন ২০ মিরজাফর, তা জানতে প্রথমে লোকসভার অধ্যক্ষ ও পরে শীর্ষ আদালতে আবেদন জানান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সুপ্রিম-নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গেই দলত্যাগী সাংসদদের নোটিশ দিতে শুরু করেন ওম বিড়লা। কিন্তু নিজেদের অবস্থান তাঁরা জানাতে ব্যর্থ। ৪ মে-র পর অকৃতজ্ঞরা দলত্যাগ বিরোধী আইন থেকে বাঁচতে যোগ দেন অখ্যাত এনসিপিআই দলে। কিন্তু সেই দলকে এখনও স্বীকৃতি দেননি ওম বিড়লা। ফলে সংসদ অধিবেশনে তাঁদের নামের পাশে তৃণমূল সাংসদ লেখা হচ্ছে। অথচ তাঁদের দাবি মেনে অধিবেশন কক্ষে তৃণমূল সাংসদদের বসার স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ২০ সাংসদের বিষয়ে লোকসভার স্পিকারের অবস্থান জানতে চেয়ে চিঠি দেন তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা অভিষেক। প্রায় আড়াই মাস অপেক্ষা করে কোনও উত্তর না পেয়ে তিনি শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন। গত ২৫ অগাস্ট এই বিষয়ে জানতে চেয়ে স্পিকারকে নোটিশ দেয় প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার ডিভিশন বেঞ্চ। তাঁদের জবাব দেওয়ার সময়সীমা বাড়িয়ে ২২ সেপ্টেম্বর করেন স্পিকার। তখনও তাঁরা জবাব দিতে ব্যর্থ হন। এরপর স্পিকারের কাছে জবাব দেওয়ার জন্য চার সপ্তাহ সময় চেয়ে দু'সপ্তাহ পেয়েছিলেন বেইমানরা। সেই দু'সপ্তাহের মেয়াদ শেষ। ফের সময়বৃদ্ধির আর্জি জানিয়ে স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি দিচ্ছেন বিশ্বাসঘাতকেরা।

ডেঙ্গি সামলাতে নাভিশ্বাস বিজেপি সরকারের

আক্রান্তের সংখ্যা ১০ হাজার ছুঁই-ছুঁই স্বাস্থ্য দফতরের হাস্যকর নির্দেশিকা

প্রতিবেদন : প্রবাদ আছে, চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। আর রাজ্যের বর্তমান বিজেপি সরকারের ক্ষেত্রে এই প্রবাদটি যেন আক্ষরিক অর্থেই মিলে যাচ্ছে। ডেঙ্গির মারণকামড়ে যখন গোটা রাজ্যের নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়, আক্রান্তের সংখ্যা যখন ১০ হাজারের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়ে জনমানসে চূড়ান্ত আতঙ্ক তৈরি করেছে, ঠিক তখন কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙল প্রশাসনের! ডেঙ্গি মরশুমের প্রায় শেষলগ্নে এসে একটি একেবারে প্রাথমিক স্তরের গাইডলাইন বা নির্দেশিকা জারি করে নিজেদের দায় সারল স্বাস্থ্য দফতর।

স্বাস্থ্য ভবনের এই নির্দেশিকাটি দেখলে রাজ্যের চরম স্বাস্থ্য-সঙ্কট ও প্রশাসনিক দেউলিয়াপনার নগ্ন চিত্রটাই ফের প্রকট হয়ে ওঠে।

৬ অক্টোবর তারিখে রাজ্যের ডিরেক্টরেট অফ হেলথ সার্ভিসেস-এর তরফ থেকে এই হাস্যকর নির্দেশিকাটি জারি করা হয়েছে। ডিরেক্টর অফ মেডিক্যাল এডুকেশন এবং ডিরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিসেস-এর যৌথ স্বাক্ষরে প্রকাশিত এই নির্দেশিকায় মূলত চিকিৎসকদের জন্য কিছু

গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে, যা নিয়ে রীতিমতো ব্যঙ্গ শুরু হয়েছে চিকিৎসক মহলেই। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, কোনও ডেঙ্গি রোগীর জ্বর ১০ দিনের বেশি স্থায়ী হলে ম্যালেরিয়া, স্ক্রাব টাইফাস, লেপটোস্পাইরোসিস বা এন্টেরিক ফিভারের মতো অন্য কোনও সংক্রমণ আছে কি না, খতিয়ে দেখতে হবে। হাসপাতালে ভর্তির কারণে কোনও সংক্রমণ বা এইচএলএইচ হচ্ছে কি না, সেদিকেও নজর দিতে বলা হয়েছে।

অন্যদিকে, ১ থেকে ৩ দিনের জ্বরের ক্ষেত্রে প্রথম দিন থেকেই রোগীর ওয়ার্নিং সাইন বা বিপদের লক্ষণগুলির দিকে নজর রাখতে বলা হয়েছে। রোগীর অন্য কোনও কো-মর্বিডিটি আছে কি না, তা জেনে নিয়ে সেই অনুযায়ী সতর্ক হওয়ার এবং বিপদ বুঝলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকদের জানানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যে-সমস্ত ডেঙ্গি রোগীর কো-মর্বিডিটি এবং বিপদের লক্ষণ রয়েছে, তাঁদের অবিলম্বে হাসপাতালে ভর্তি করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে এই বিজ্ঞপ্তিতে।

ওয়াকিবহাল মহলের প্রশ্ন, ডেঙ্গি মোকাবিলায় এগুলো তো একেবারে প্রাথমিক পাঠ! যখন রাজ্যে ডেঙ্গির দাপট শুরু হয়েছিল, মানুষ আক্রান্ত হচ্ছিলেন এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছিলেন, তখন স্বাস্থ্য ভবনের এই আধিকারিকেরা কী করছিলেন?

মরশুমের শেষে এসে, যখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে তখন এই ডাক্তারি বইয়ের পাতা থেকে তুলে আনা থিয়োরি আউড়ে আদতে কাদের বোকা বানাতে চাইছে ডবল ইঞ্জিন সরকার? মশার লার্ভা ধ্বংস বা আগাম সতর্কতামূলক পদক্ষেপের বদলে, চূড়ান্ত বিপর্যয়ের পর এই ধরনের নির্দেশিকা যে আদ্যোপান্ত হাস্যকর এবং নিছকই 'আইওয়াশ', তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ডেঙ্গি রুখতে চরম ব্যর্থ প্রশাসন এখন স্রেফ কাগজপত্রের আড়ালে নিজেদের অযোগ্যতা ঢাকতে মরিয়া।

এন্টালিতে অ্যাপ ক্যাবের ভিতর থেকে দেহ উদ্ধার

প্রতিবেদন : অ্যাপ ক্যাবের ভিতরে দলাপাকানো দেহ। গাড়ির দরজা লক। মুখে রক্তের দাগ, পা দড়ি দিয়ে বাঁধা। এন্টালির পামার বাজার সংলগ্ন ডি সি দে রোডের ঘটনা। বুধবার সাতসকালে দীর্ঘক্ষণ একটি ক্যাব দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সন্দেহ হয় স্থানীয়দের। এগিয়ে গিয়ে দেখে হতচকিত হয়ে যান তাঁরা। তৎক্ষণাৎ পুলিশে খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, যাঁর দেহ মিলেছে উনি ওই ক্যাবেরই চালক। তাঁর নাম ভগবানপ্রসাদ গুপ্ত। বয়স ৪৫।

ঘটনাটি ঘিরে খুনের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বুধবার সকালে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় এন্টালি থানার পুলিশ। গাড়িটির দরজা ভিতর থেকে বন্ধ থাকায় স্থানীয় এক মিস্ত্রিকে ডেকে এনে দরজা খুলে দেহটি উদ্ধার করা হয়। পরে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মৃতের শেষ সময়ের গতিবিধি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে জোর দিয়েছে পুলিশ। এই ঘটনায় খুনের মামলা রুজু করেছে এন্টালি থানার পুলিশ। প্রাথমিকভাবে তদন্তকারীদের পর্যবেক্ষণ থেকে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির মুখে ঘুসির আঘাত রয়েছে। এই এলাকায় যেখানে গাড়িটি পড়েছিল তার চারিদিকে একাধিক সিসিটিভি রয়েছে। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ প্রত্যেকটি ক্যামেরাই বিকল। বারবার প্রশাসনকে জানিয়েও ঠিক হয়নি একটিও।

মঙ্গলবার রাতে তিনি কার সঙ্গে ছিলেন, শেষবার তাঁর সঙ্গে কার দেখা হয়েছিল এবং তাঁর কোনও পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ভগবানপ্রসাদের পরিবার, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হচ্ছে। ব্যক্তিগত কোনও বিরোধ বা শত্রুতার সম্ভাবনাও তদন্তের আওতায় রয়েছে। গাড়ির ভিতরের পরিস্থিতি এবং মৃতের শরীরে থাকা আঘাতের চিহ্ন থেকেও তদন্তের সূত্র খোঁজা হচ্ছে। লালবাজারের হোমিসাইড শাখা এবং গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্তে যোগ দিয়েছেন।

মহালয়া পর্যন্ত টানা ঝড়বৃষ্টি দক্ষিণে

প্রতিবেদন : বৃষ্টি পিছু ছাড়ছে না এখনই। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আপডেটে অনুযায়ী, শনিবার, মহালয়া পর্যন্ত বৃষ্টি হবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। পাশাপাশি, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও বৃষ্টি চলবে। মহালয়াতেও সঙ্গী হবে বৃষ্টি। শুক্রবার এবং শনিবার বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি রয়েছে।

বুধবার সকালে আচমকা ঝড়ে রাসবিহারী ক্রসিংয়ের কাছে উপড়ে যায় একটি গাছ। উপড়ে গিয়ে পড়ে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির উপর। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই।

পূর্বাভাস অনুযায়ী, আজ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড়বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পাশাপাশি দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। মহালয়া পর্যন্ত মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রতিটি জেলাতেই ঝড়বৃষ্টি চলবে। আগামী তিনদিনই হলুদ সতর্কতা রয়েছে। সেইসঙ্গে চলবে বজ্রপাত। ঝড়ের গতি থাকবে ৩০-৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। এরপর ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। রোদ ঝলমলে আকাশ, পেঁজা তুলোর মতো মেঘের দেখা মিলবে।

উত্তরবঙ্গেও প্রতিটি জেলায় আগামী তিনদিন ঝড়বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি রয়েছে। জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত চলবে। সেইসঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইবে।

অভিষেকের বাড়িতে নোটিশ নিয়ে পুলিশ

প্রতিবেদন : জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ চেয়ে গত দুদিন ধরে ইন্ডিয়া জোটের সাংসদদের আন্দোলনে উত্তাল দিল্লি। গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই অবস্থায় সেই পুরনো খেলা আরম্ভ করেছে বিজেপি। এজেন্সি, পুলিশ বিরোধী নেতা-নেত্রীদের বাড়িতে পাঠাতে শুরু করেছে। বুধবার সন্ধ্যায় ক্যামাক স্ট্রিট-কাণ্ডে নোটিশ দিতে শেক্সপিয়র সরণি থানার আধিকারিকেরা তাঁর কালীঘাটের বাড়িতে গিয়েছিলেন। কিন্তু অভিষেক বাড়ি না থাকায় নোটিশ কেউ গ্রহণ করেননি। পুলিশ নোটিশটি নিয়ে ফিরে যায়। এদিন অভিষেকের পর নোটিশ নিয়ে পুলিশ যায় প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ুন কবিরের বাড়িতে। দরজা বন্ধ থাকায় পুলিশ কাউকে নোটিশ দিতে পারেনি।

জরিমানার নির্দেশ কোর্টের

প্রতিবেদন : নিয়ম মেনে জামিন পাওয়ার পরও এক ব্যক্তিকে দু'মাস জেলবন্দি রাখা হয়েছিল! এই মামলায় বুধবার রাজ্য সরকারকে তীব্র ভর্ৎসনা করল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই সঙ্গে মোটা অঙ্কের জরিমানাও ধার্য করলেন বিচারপতিরা। একজন সাধারণ নাগরিকের ২ মাস সময় নষ্ট করার জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রায় সাড়ে ৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার নির্দেশ দিল আদালত। রাজ্য সরকারকে এই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

8 October, 2026 • Thursday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জঙ্গলরাজ

মাত্র সাড়ে পাঁচ মাসের সরকার। সেই সরকারের আমলে বাংলার আইন-শৃঙ্খলার যা অবস্থা তা মানুষকে লজ্জা দেবে। তথ্য পরিসংখ্যান বলছে, এই সাড়ে পাঁচ মাসে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ২,৪৫৪টি, খুন হয়েছেন ৬০০ জন, খুনের চেষ্টা হয়েছে ১৩,১১৪ জনের উপর এবং অপহরণ ও হামলার ঘটনা ঘটেছে ৩২,৩৪১টি। ভাবা যায়! এ-কোন পরিসংখ্যান আমাদের সামনে উঠে এসেছে! তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ সাকেত গোখেলের আরটিআই করার জেরেই এই পরিসংখ্যান সামনে এসেছে। এগুলো রেজিস্টার্ড ঘটনা। অর্থাৎ থানায় রিপোর্ট হয়েছে। এর বাইরে তৃণমূলের কম করে ৫০ হাজারেরও বেশি কর্মীকে মারধর করা হয়েছে। যার পরিসংখ্যান পুলিশের কাছেও নেই। এছাড়াও বহু মানুষ এখনও লজ্জায় এবং ভয়ে থানা পর্যন্ত যান না, তাঁদের উপর অত্যাচারের ঘটনা তো রয়েইছে। ডাবল ইঞ্জিন সরকারের এটাই চিত্র আমাদের বাংলায়। তৃণমূল কংগ্রেস এই রিপোর্ট প্রকাশ্যে এনে বলেছে, অবিলম্বে বিধানসভায় জরুরি অধিবেশন ডেকে এই নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন। যে রাজ্যপাল রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে বিরাট সার্টিফিকেট দিচ্ছিলেন সরকারকে, তিনি কেন কোনও বিবৃতি দেবেন না? ক্ষমতায় আসার পর বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সোনার বাংলার। এটাই কি সোনার বাংলা? এটাই কি পরিবর্তন? একই ঘটনা যদি তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে ঘটত তাহলে কী বলত বিরোধী বিজেপি? যাঁরা একসময়ে কথায়-কথায় মোমবাতি নিয়ে মিছিল করতে বেরিয়ে পড়তেন, তাঁরা আজ কোথায়? প্রশ্ন উঠছে। প্রশ্নের জবাব বিজেপিকেই দিতে হবে। বাংলায় এখন সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে। চলছে পুলিশের গুন্ডারাজ। মানুষ কিন্তু দেখছেন, বুঝছেন, জবাব দিতে তৈরি হচ্ছেন। এই ঘটনা বিজেপি-শাসিত অন্য রাজগুলিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। এ-লজ্জা আমরা রাখব কোথায়! এ-জঙ্গলরাজ কিছুতেই আমাদের মাতৃভূমি হতে পারে না।

e-mail থেকে চিঠি

টার্গেট একদম পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে

সরকার গঠনের শুরু থেকেই বিজেপি-র টার্গেট একের পর এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। বামেদের সময়েও অনিলায়নের সুতো ধরে এমনটা হয়েছিল। কিন্তু এখানে মৌলিক উদ্দেশ্য এবং আক্রমণের মাত্রা বহুক্ষেত্রেই অনেক বেশি। ক্যাম্পাসে অপরাধ চক্রের আয়োজন ছিল সিপিএমের এলাকা কন্ট্রোলের একটা বিভাগ। বিজেপি-আরএসএস আরও অনেক বেশি কিছু চায়। ক্যাম্পাসের খোলনলচে বদলে দেওয়া, ক্যাম্পাস যাপনের আমূল পরিবর্তনই ওদের লক্ষ্য। ক্যাম্পাসের পঠন-পাঠনের প্রক্রিয়া, ক্যাম্পাসের সামাজিক চরিত্র, কারিকুলাম, সিলেবাস, ক্যাম্পাস মনন সবটার ওপর আরোপ করতে চাইছে হিন্দুত্বের আগ্রাসী অ্যাজেন্ডা। এবার এই আরোপ করার ওপর স্বাভাবিকতার মোড়ক দিতে দরকার বিপুল অংশের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী আর শিক্ষার সাথে যুক্ত মানুষজনের সহমতের বলয়। সেই সহমত নির্মাণ করার ব্যাপক চেষ্টার পরেও সফল হচ্ছে না ওরা। তাই এখন উপায় ভয়, ভীতি, আতঙ্কের আবহে সেই সহমত জোর করে আদায় করে নেওয়া। বাংলায় ক্যাম্পাস অর্থেই মুক্ত চিন্তা, গণতান্ত্রিক বোধ, সাংবিধানিক মূল্যবোধ, প্রগতিশীল জীবনচর্চা, বৈজ্ঞানিক চেতনা নির্মাণের প্রাঙ্গণ। ক্যাম্পাস যাপনের অংশ হিসাবেই লেখাপড়া, খেলাধুলা, আড্ডাবাজির সাথে জুড়ে গেছে ক্যাম্পাস রাজনীতির পাঠক্রম। ক্যাম্পাস রাজনীতির এই ধারা থেকে জন্ম ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনের বীর বিপ্লবীদের। জন্ম শিক্ষা, শিক্ষা সংস্কার, সমাজ সংস্কার আন্দোলনের। স্বাধীনতার স্রোতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও ফ্যাসিবিরোধী লড়াইয়ে দিকনির্দেশক ভূমিকা গ্রহণ করেছে বাংলার ক্যাম্পাস রাজনীতি। ক্যাম্পাসের রাজনৈতিক চরিত্র ধ্বংস করার মাধ্যমে মুখ্য উদ্দেশ্য হল ক্যাম্পাসের সামাজিক চরিত্রকে দুর্বল করা। সরকারি, প্রশাসনিক ও দলীয় নিয়ন্ত্রণে লেখাপড়ার মৌলিক কেন্দ্রবিন্দুকে বিনির্মাণ করার লক্ষ্যেই তাণ্ডব চলছে একের পর এক ক্যাম্পাসে। শিলিগুড়ি কলেজ, জলপাইগুড়ি এসি কলেজ, মেদিনীপুর কলেজ, ভাঙড় কলেজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট, কলকাতার আশুতোষ কলেজ, রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি হয়ে ক্যাম্পাসের বাইরে আক্রমণ নামছে রাস্তাঘাটেও। হামলার বয়ানে দেশদ্রোহী, দেশবিরোধী তকমা। হামলার প্রেক্ষিতে পুলিশের সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তা। হামলার পরে যাদের ওপর হামলা তাদের নামেই একের পর এক মিথ্যা মামলা রুজু করা। যথারীতি শাসক দলের পক্ষ থেকে হামলাকে অস্বীকার করা। এই নির্দিষ্ট ছকে প্রতিটা হামলাকে সাজানো হচ্ছে। কিন্তু আমরা ভয় পাচ্ছি না! সেই কথাটি জানিয়ে রাখলাম।

— **অনুজ যশ, ট্যাংরা, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

ভোটচোরেরা না সরলে থাকতেই হবে সংগ্রামের সড়কে

গোটা দুনিয়ার চোখে ভারতের এতদিন ধরে প্রশংসা পাওয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সর্বনাশ করছে মোদি বাহিনী। লিখছেন

চন্দ্রপ্রভ মাইতি

প্রত্যেক নাগরিকের নাম ভোটার তালিকায় নিশ্চিত করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। অথচ নাগরিকদের নামই ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে! তাহলে গোটা এসআইআর প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য কী?

না! এই প্রশ্ন কেবল আমরা তুলছি, এমন নয় মোটেও। ভ্যানিশ কুমারের নির্বাচন কমিশনকে এই জিজ্ঞাসা বম্বে হাইকোর্টের গোয়া বেঞ্চ-এর।

বিচারকেরা জিজ্ঞেস করছেন এখন, 'নাগরিকদেরই যদি বাদ দেওয়া হয়, তা হলে এসআইআর দিয়ে আমরা কী করব?'

সন্দেহ নেই, প্রশ্নটা কালানৌচিত্য দোষে ভুগছে। এই প্রশ্নটা এজলাস থেকে ওঠা উচিত ছিল সেদিন, যেদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিকেরা আদালতের দরজায় দরজায় এসআইআর বাতিলের দাবি নিয়ে আবেদন করছিলেন। এই জিজ্ঞাসাটা জেগে ওঠার কথা ছিল সেদিন, যেদিন মাননীয় বিচারপতি নিস্পৃহভাবে উচ্চারণ করেছিলেন, 'একবার ভোট দিতে না পারলে ক্ষতি কী!'

ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য ফর্ম ৮ জমা দেওয়ার পর তা খারিজ হয়ে যাওয়ায় একই পরিবারের ছয় সদস্যের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ে। সেই ঘটনায় দায়ের হওয়া এক মামলার শুনানি ছিল হাইকোর্টে। শুনানিতে বিচারপতি অমিত এস জামসান্দেকর এবং বিচারপতি বাল্মীকি মেনজেসের ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, কোনও ব্যক্তি যদি জানান যে, তিনি বাসস্থান পরিবর্তন করেছেন এবং ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে ফর্ম ৮ জমা দেন, তা হলে কমিশন তাঁকে বলতে পারে না যে তাঁর বক্তব্য শোনা হবে না। এ প্রসঙ্গে ১৯৬০ সালের ইলেকটোরাল নিয়মের উল্লেখ করে বেঞ্চ জানায়, 'সব কিছুই বর্তমান ভোটার তালিকার ভিত্তিতে দেখতে হবে। তা না হলে ভোটারের সামনে কোনও পথই খোলা থাকবে না।' বেঞ্চ জানায়, কেউ ফর্ম ৬ দিলে সেটি মিথ্যা ঘোষণা হবে।

আবার ফর্ম ৮ দিলে বলা হচ্ছে, সেটি গ্রহণ করা যাবে না। তাঁকে ইনিউমারেশন ফর্মই দিতে হবে। কিন্তু তিনি যদি বলেন, ইনিউমারেশন দিতে চাই না! তা হলেও নিয়ম অনুযায়ী তাঁর নাম বাদ দেওয়ার আগে তাঁর বক্তব্য শুনতে হবে বলেই সাফ জানায় আদালত। উল্লেখ্য, মামলাকারী পরেশ সালগাঁওকর এবং তাঁর পরিবারের আরও পাঁচ সদস্য প্রায় আট বছর আগে ঠিকানা বদলান। নতুন বাড়ি একই বিধানসভার মধ্যে ছিল। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য তাঁদের ফর্ম ৮ জমা দিতে বলেন বিএলও।

তাঁরা সেই আবেদন করলেও তা গ্রহণযোগ্য হয়নি কারণ ওই পরিবারের নামই তালিকায় ছিল না! কিন্তু মামলাকারী জানান, ভোটার তালিকায় তাঁদের নামই ছিল না। ফলে তাঁদের ফর্ম ৮-এর মাধ্যমে আবেদন সম্ভব নয়। ফলে একমাত্র পথ হিসাবে ফর্ম ৬ জমা দেওয়া ছাড়া উপায় নেই বলে কমিশন জানিয়েছে। সেক্ষেত্রে তাঁদের ইনিউমারেশন ফর্ম ফিলাপ করতে হত। এই যুক্তিতে আপত্তি জানিয়ে আদালত বলে, ইনিউমারেশন ফর্মে ভোটারকে ঘোষণা করতে হয় যে তিনি আগের ঠিকানাতেই বসবাস করছেন। কিন্তু ঠিকানা পরিবর্তন করা কোনও নাগরিককে এমন ঘোষণা দিতে বাধ্য করানো যায় না।

জ্ঞানেশ কুমার ভোট চোর, গদি ছোড়। আওয়াজ দিল্লির যন্তর মন্তরে। অমিত শাহের পুলিশের হাতে নিগৃহীত সাংসদ সামিরুল ইসলাম।

একটা কথা কিন্তু এই আবহে একদম স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। রাখঢাক করার কোনও উপায় নেই।

ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থা, যা রাজনৈতিক বা সামরিক প্রভাবমুক্ত হওয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের রাজনীতিবিদদের কাছ থেকেও প্রশংসা কুড়িয়েছে, তা এখন প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বাধীন ভারতের নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান প্রতিবাদের কারণে বিশ্ব গণমাধ্যমের নজরে এসেছে।

"একটি ছোট্ট স্ফুলিঙ্গ শতবর্ষী বন ধ্বংস করে দিতে পারে"—এই প্রবাদটি নির্বাচন কমিশন (ইসি) এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনের (সিইসি) জন্য সত্যি প্রমাণিত হয়েছে, কারণ ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে দেশব্যাপী ক্ষোভ ক্রমাগত একটি বিতর্কে পরিণত হচ্ছে এবং বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রে যা ঘটছে তার প্রতি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোর দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনগুলো— যা ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গন ও নাগরিক সমাজ জুড়ে এক ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিল— তার স্ফুলিঙ্গটি এখন পুরোপুরি দাবানলে পরিণত হয়েছে, যা নির্বাচন কমিশনের ৭৬ বছরের বিশ্বাসযোগ্যতাকে হুমকির মুখে ফেলেছে এবং এর সাথে জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিও জোরালো হচ্ছে।

এসআইআর, যা ২০১৪ সালে বিজেপি ও মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার অনেক আগে থেকেই প্রচলিত একটি পর্যায়ক্রমিক প্রশাসনিক প্রক্রিয়া, তা কোটি কোটি দরিদ্র ভারতীয়ের জীবন ওলটপালট করে দিয়েছে এবং এর ফলে ভোটার তালিকা থেকে প্রায় ১৩.৩ কোটি নাম বাদ পড়েছে।

"বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের প্রায় একশো কোটি মানুষকে তাদের ভোটাধিকার বজায় রাখার প্রমাণ হিসেবে নথি দেখাতে বলা হচ্ছে," লিখেছে দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস। "ভারতের দরিদ্রতম নাগরিকরা ভোটকেন্দ্রে একাধিকবার যাওয়া এবং দৈনিক মজুরি উপার্জনের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছেন।"

"মুসলিমরা তালিকা থেকে বাদ পড়ার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় পড়েছেন," লিখেছে দি ইকোনমিস্ট। তারা বিজেপি-ঘনিষ্ঠ কর্মকর্তা ও দলীয় কর্মীদের দায়ের করা বিপুল সংখ্যক আপত্তির কথা উল্লেখ করেছে, যারা ভোটার তালিকায় অগণিত নাম অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিবাদে গণহারে ফর্ম ৭ জমা দিয়েছেন।

জ্ঞানেশ কুমারের ভূমিকার ওপর আলোকপাত করে বিবিসি বলেছে যে, তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে চলা কর্মজীবনে কঠিন কাজ সম্পন্ন করার জন্য খ্যাতি অর্জনকারী ৬২ বছর বয়সি এই আমলা এখন এক নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন : "নিজের প্রতিষ্ঠান কীভাবে সিদ্ধান্ত নেয়, তার পক্ষে সাফাই গাওয়া"।

বিবিসি জ্ঞানেশ কুমারের বর্তমান পরিস্থিতিকে একজন সরকারি কর্মকর্তার জন্য একটি "অস্বাভাবিক অবস্থা" হিসেবে আখ্যায়িত করেছে, যিনি তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সময় জনসমক্ষের আড়ালে কাটিয়েছেন এবং অত্যন্ত সংবেদনশীল সরকারি প্রকল্প সামলেছেন : "যখন ভারত সরকারের কিছু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য কর্মকর্তাদের প্রয়োজন হয়েছে, জ্ঞানেশ কুমার বারবার সেখানে উপস্থিত ছিলেন।"

বিশ্বব্যাপী সংবাদ পরিবেশনার একটি সাধারণ বিষয়বস্তু হল : বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রে কী ঘটে চলেছে এবং ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থা তার নিজ নাগরিকদের মধ্যে দীর্ঘদিনের বিশ্বাসযোগ্যতা ধরে রাখতে পারবে কি না, তা সারা বিশ্ব দেখছে।

বড় বড় কথা বলা বিজেপি নামক পাঁঠার দল একটু আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা গুলোর দিকে নজর দিক। তা হলেই বুঝতে পারবে, গোটা দুনিয়ার চোখে ভারতের এতদিন ধরে প্রশংসা পাওয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সর্বনাশ করার কাজটা করার জন্য মোদি-শাহ-জ্ঞানেশ কুমার জুটিই যথেষ্ট। দেশের বদনাম করার জন্য আর কারও দরকার পড়বে না।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজ্য

8 October, 2026 • Thursday • Page 5 || Website - www.jagobangla.in

পুজোর সময় রাতভর চলবে ৩৮টি স্পেশাল ইএমইউ। গতবার ৩১টি স্পেশাল ট্রেন দেওয়া হয়েছিল শিয়ালদহ ডিভিশনে। এবার ২০টি বাড়িয়ে ৫১টি করা হয়েছে। পুজোয় যাত্রীদের ভিড় সামাল দিতে এই উদ্যোগ পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশনের

জরিমানার খাঁড়ায় খাদের কিনারে রাজ্যের বেসরকারি পরিবহণ শিল্প

প্রতিবেদন : ডাবল ইঞ্জিন সরকারের উন্নয়নের গালভরা ফানুস যে বাস্তবে কতটা ফাঁপা, তা আরও একবার প্রমাণ হয়ে গেল রাজ্যের বেসরকারি পরিবহণ শিল্পের মুমূর্ষু অবস্থায়। একদিকে আকাশছোঁয়া জরিমানার খাঁড়া, অন্যদিকে পরিকল্পনাহীন ট্রাফিক ব্যবস্থা— এই দুইয়ের সাঁড়াশিতে পড়ে আজ খাদের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে রাজ্যের বেসরকারি বাস পরিষেবা। পরিস্থিতি এতটাই সঙ্গিন যে, পরিবহণ ব্যবস্থা সচল রাখতে কার্যত ভিক্ষে দেওয়ার মতো বকেয়া করের ওপর ওয়েভার স্কিম বা ছাড়ের টোপ দিতে বাধ্য হচ্ছে সরকার!

পরিবহণ দফতর সূত্রে খবর, বর্তমানে ট্যাক্স, পারমিট এবং লাইসেন্স-সহ বিভিন্ন খাতে গাড়ির মালিকদের বকেয়া টাকার পরিমাণ প্রায় ১,৭০০ কোটি টাকা ছুঁয়েছে। এর মধ্যে শুধুমাত্র গাড়ির কর বাবদই বকেয়া রয়েছে দেড় হাজার কোটিরও বেশি টাকা! প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ গাড়ি এই মুহূর্তে কর বাকি রেখেছে। গত এক মাস ধরে স্পেশাল ড্রাইভ চালিয়েও মোটে ১০০ কোটি টাকার কিছু বেশি আদায় করতে পেরেছে প্রশাসন। জরিমানার ধাক্কায় বাস মালিকদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার ফলেই যে এই বিপুল বকেয়া, তা কার্যত স্পষ্ট। ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমে মঙ্গলবার বেসরকারি বাস মালিকদের সঙ্গে বৈঠকের পর পরিবহণমন্ত্রী

ডাবল ইঞ্জিনের নতুন কামাল

অর্জুন সিং জানিয়েছেন, বকেয়া করের ওপর ৪০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়ের প্রস্তাব অর্থ দফতরে পাঠানো হয়েছে। অর্থ দফতরের অনুমোদন মিললে বাকি ৬০ শতাংশ মেটালেই মিলবে রেহাই। কিন্তু এতেও কি চিঁড়ে ভিজবে? সিটি সাবার্বান বাস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক টিটু সাহার কথায় রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থার আসল কঙ্কালসার চেহারাটা বেরিয়ে পড়েছে। তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ, জরিমানা দিয়েও তো আইনভঙ্গ কমছে না। আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জরিমানার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অর্থাৎ, ডবল ইঞ্জিন সরকারের চাপিয়ে দেওয়া অবাস্তব ও গগনচুম্বী জরিমানার বোঝায় বাস মালিকদের যে কার্যত পথে বসার উপক্রম হয়েছে, তা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

শুধু জরিমানা নয়, সরকারের চরম প্রশাসনিক ব্যর্থতার কারণে রাস্তায় টোটো এবং ছোট গাড়ির অনিয়ন্ত্রিত বাড়বাড়ন্ত যানজটকে এক নারকীয় পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। এর জেরে রাস্তায় বাস চালানোই এখন চরম দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারা বাংলা বাস-মিনিবাস সমন্বয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাহুল চট্টোপাধ্যায় ওয়েভার স্কিম নিয়ে কিছুটা আশার আলো দেখলেও, সামগ্রিক চিত্রটা ভয়াবহ। উৎসবের মুখে পুজোয় বাস রিকুইজিশন না করার আশ্বাস বা পঞ্চমীর রাত থেকে সারারাত বাস চালানোর প্রতিশ্রুতি আদতে ক্ষোভ প্রশমিত করার এক মরিয়া চেষ্টা মাত্র। বাস্তবটা হল, ডাবল ইঞ্জিনের কামাল-এ রাজ্যের বেসরকারি পরিবহণ শিল্প আজ কার্যত লাইফ সাপোর্টে ধুঁকছে।

প্রোমোটার ও বাড়িমালিকের মধ্যে মারামারি, গ্রেফতার ২

সংবাদদাতা, হাওড়া : প্রোমোটার-রাজের জেরে জখম বাড়ির মালিক। পালাবদলের পর থেকে পাঁচ মাসেই মাথাচাড়া দিয়েছে প্রোমোটার-রাজ। হাওড়ার ফজির বাজার এলাকার ঘটনা। জমির মালিকের কাছে ১৬ লক্ষ টাকা দাবি করার অভিযোগ প্রোমোটারের বিরুদ্ধে। সেই টাকা না পেয়ে মালিককে লোহার রড দিয়ে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ প্রোমোটার ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে। ঘটনায় গুরুতর জখম মালিক হাওড়া জেলা হাসপাতালে ভর্তি। দু পক্ষই হাওড়া থানায় অভিযোগ করেছে।

হাওড়া থানার পুলিশ প্রোমোটারের ছেলে ও তাঁর এক সঙ্গীকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হাওড়ার জি টি রোডের ফজির বাজার এলাকার বাসিন্দা মহম্মদ রফি তাঁর আড়াই কাঠা জায়গায় ডেভলপ করতে দিয়েছিলেন প্রোমোটারদের। পার্টনারশিপে কয়েজন প্রোমোটার ওই জায়গায় চারতলা বহুতল তৈরি করেন। চুক্তিমতো বহুতলের ৬০ শতাংশ প্রোমোটর নেয়। বাকি ৪০ শতাংশ দেওয়া হয় জমির মালিককে। জমির মালিকের ছেলে রেহান খান অভিযোগ করেন, যে ফ্ল্যাট দেওয়া হয়েছে তার কাজ সম্পূর্ণ করেনি প্রোমোটার। উল্টে ১৬ লক্ষ টাকা চাওয়া হচ্ছিল। এই টাকা না দেওয়ায় হুমকি দেওয়া ও মারধর করা হয়। ফ্ল্যাটে এসে লোহার রড নিয়ে হামলা চালায় প্রোমোটার ও তার দলবল। গুরুতর জখম অবস্থায় জমির মালিক হাওড়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর ছেলে জানান প্রোমোটার সাহাজাদা খান-সহ আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে। সাহাজদা খানকে বারবার ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও তিনি ফোন ধরেননি। তাঁর ছেলে জানিয়েছেন, জমির মালিককে ৪০ শতাংশের বেশি জায়গা দিয়েছেন। সেই টাকা দাবি করেছেন। ঘটনায় হাওড়া থানার পুলিশ বুধবার দুজনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতেরা হল প্রোমোটারের ছেলে সোহেল খান ও তাঁর পরিচিত আরবাজ খান। ধৃতদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় খুনের চেষ্টার মামলা করা হয়েছে। বাকিদের সন্ধানে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

কার্তিক মহারাজের পর মিঠুন! উপদেষ্টা বানিয়ে ক্যাবিনেট মন্ত্রীর মর্যাদা রাজ্যের

প্রতিবেদন : কার্তিক মহারাজের পর এবার মিঠুন চক্রবর্তী! রাজ্যের গদিতে বসার পর থেকেই বিজেপি সরকার যেভাবে নিজেদের অনুগতদের সরকারি পদ ও ক্ষমতার ভাগ-বাঁটোয়ারা শুরু করেছে, তা এবার সমস্ত শালীনতার মাত্রা ছাড়াল। স্রেফ রাজনৈতিক আনুগত্যের পুরস্কার হিসেবে বর্ষীয়ান অভিনেতা তথা দলের একনিষ্ঠ প্রচারক মিঠুন চক্রবর্তীকে সরাসরি ক্যাবিনেট মন্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের পরামর্শদাতা হিসেবে নিয়োগ করল শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। বিজ্ঞপ্তিতে গালভরা 'জনস্বার্থ'-র কথা উল্লেখ থাকলেও, এই নিয়োগ যে আসলে নির্লজ্জ স্বজনপোষণ এবং জনগণের করের টাকায় দলীয় নেতাদের রাজনৈতিক পুনর্বাসনের এক নগ্ন ব্লু-প্রিন্ট, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

রাজ্য সরকারের কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতরের জারি করা নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, অবিলম্বে এই নিয়োগ কার্যকর হবে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই হাই-প্রোফাইল পদে বহাল থাকবেন মিঠুন। এর আগে খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাঁকে রাজ্যের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা করার কথা ঘোষণা করেছিলেন, আর মঙ্গলবার সেই ঘোষণাতেই পড়ল সরকারি সিলমোহর। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, ভোটের ময়দানে দলের হয়ে গলা ফাটানোর বকশিশ হিসেবেই কার্যত এই রাজকীয় উপহার তুলে দেওয়া হল মহাগুরু-কে।

ছাব্বিশের ভোটে গলা ফাটানোর পুরস্কার!

রাজ্যের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে যে সুকৌশলে দলীয় আখড়ায় পরিণত করার ছক কষা হয়েছে, এই নিয়োগ তারই এক জ্বলন্ত প্রমাণ। ইতিমধ্যেই ৩২তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মুখ্য উপদেষ্টার দায়িত্ব মিঠুন চক্রবর্তীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এবার রাজ্যের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত বিষয়েও সরকারের 'পরামর্শদাতা' হিসেবে ছড়ি ঘোরাবেন তিনি। বিরোধীদের প্রশ্ন, রাজ্যের হাজার হাজার যোগ্য, নিরপেক্ষ ও স্বনামধন্য শিল্পীদের ব্রাত্য রেখে, কেবল দলীয় রাজনীতির রং দেখে ক্যাবিনেট মন্ত্রীর মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ বিলি করা কি সুস্থ প্রশাসনের লক্ষণ? কার্তিক মহারাজের পর মিঠুন চক্রবর্তীর এই নিয়োগ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, বর্তমান সরকারের আমলে মেধা বা যোগ্যতার চেয়ে রাজনৈতিক চাটুকারিতাই সরকারি পদ পাওয়ার একমাত্র মাপকাঠি।

সওয়াল তৃণমূলের

(প্রথম পাতার পর)

বাংলা নামটিতে ইতিহাস, সংস্কৃতি সব মিলিয়ে একমত হওয়া গিয়েছিল। ইংরেজিতে ডব্লিউ বা পি এত নীচের দিকে নেমে যায় যে জাতীয় স্তরের মিটিংগুলিতে বাংলার প্রতিনিধিকে সবার শেষে বলতে হয়।

উল্লেখ্য, বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি-তেও রাজ্যের সরকারি নাম পশ্চিমবঙ্গ করতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। ইংরেজিতে রাজ্যের নাম পরিবর্তন করতে বিধানসভায় প্রস্তাব আনছে তারা। ওয়েস্ট বেঙ্গল-এর বদলে ইংরেজিতেও রাজ্যের নাম লেখা হবে পশ্চিমবঙ্গ। বিধানসভায় প্রস্তাব পাশ হলেই তা বিবেচনার জন্য কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হবে। পশ্চিমবঙ্গের নাম বদলকে কেন্দ্র করে বিতর্কের মুখে পড়েছে শুভেন্দুর সরকার।

প্রসঙ্গত, এর আগে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে রাজ্যের নাম সব ভাষাতেই বাংলা করার প্রস্তাব বিধানসভায় পাশ করিয়ে কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু চক্রান্ত করে নেত্রীকে কোণঠাসা করতে সেই প্রস্তাবে ছাড়পত্র দেয়নি কেন্দ্র। জননেত্রীর বাকি প্রকল্পগুলির মতো এখানেও অনুকরণ করছে শুভেন্দু। শুধু বাংলার বদলে পশ্চিমবঙ্গ করার প্রস্তাব আনছে। তবে ডব্লিউ থেকে পি-তে উঠে আসা বাংলার জনপ্রতিনিধিদের জন্য কোনও অংশেই লাভজনক হবে না বলে মত বিশেষজ্ঞ মহলের।

সেতু ভাঙা, বন্ধ যাতায়াত

সংবাদদাতা, হাড়োয়া : জরাজীর্ণ ভাষাপাড়া সেতু ধসে বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো গেল উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়ার কামারগাঁথিতে বাগজোলা খালের উপর আচমকাই ভেঙে পড়ল ভাষাপাড়া সেতুর মাঝের অংশ। দীর্ঘদিন ধরে জরাজীর্ণ অবস্থায় থাকা সেতুটি বুধবার রাতে হঠাৎ ধসে পড়ে। সেই সময় সেতুর উপর কোনও মানুষ না থাকায় বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। তবে সেতু ভেঙে পড়ায় বিপাকে পড়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই সেতুটির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। রাতে আচমকা সেতুর মাঝের অংশ বসে যাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হাড়োয়া থানার পুলিশ। দুর্ঘটনা এড়াতে সেতুর দু'দিকে ব্যারিকেড দিয়ে সম্পূর্ণ যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর, আপাতত সেতুটিকে সম্পূর্ণরূপে চলাচলের অযোগ্য ঘোষণা করা হবে। সাধারণ মানুষকে ওই সেতু ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। তবে স্থানীয়দের যাতায়াতের কথা মাথায় রেখে সেতুর পাশে অস্থায়ী কাঠের সেতু তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনের কর্তারা ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। ভবিষ্যতে সেখানে স্থায়ী কংক্রিটের সেতু নির্মাণের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা হবে বলে জানা গিয়েছে। দ্রুত বিকল্প পারাপারের ব্যবস্থা এবং স্থায়ী সেতু নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

গঙ্গায় নিখোঁজ বালকের দেহ

সংবাদদাতা, হাওড়া : পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে 'জিতিয়া' পুজো দিতে গিয়ে বালির পালঘাট থেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল লিলুয়ার ১০ বছরের রোহিত মণ্ডল। তিন দিন পর বুধবার কলকাতার পশ্চিম বন্দর থানা এলাকার গঙ্গা থেকে উদ্ধার হল তার দেহ। দেহ সনাক্ত করেন রোহিতের বাবা-মা। প্রাথমিক তদন্তে গঙ্গায় ডুবে তার মৃত্যু হয়েছে বলে অনুমান পুলিশের। ময়নাতদন্তের জন্য দেহ পাঠানো হয়েছে। শনিবার পরিবারের সঙ্গে পালঘাটে পুজো দিতে গিয়েছিল রোহিত। পরিবারের সদস্যরা স্নানে নামার পর তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। ঘাটের সিসিটিভিতে তার ঢোকার ছবি মিললেও বেরোনোর ছবি মেলেনি। গঙ্গায় স্নান করতে নেমে সে তলিয়ে গিয়েছিল বলে অনুমান পুলিশের। ঘটনার পর তার পরিবারের তরফে বালি থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়।

১৬ বছর নিখোঁজ, তদন্তের নির্দেশ

প্রতিবেদন : ১৬ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও খোঁজ মেলেনি বেহালার দুই কলেজ পড়ুয়ার। অবশেষে সেই বহুলচর্চিত নিখোঁজ রহস্যের তদন্তভার সিবিআই-এর হাতে তুলে দিল কলকাতা হাই কোর্ট। বুধবার বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি আর্যক দত্তের ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছেন। আদালত জানিয়েছে, প্রয়োজনে নতুন করে এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করতে পারবে কেন্দ্রীয় সংস্থা। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে তদন্তের অগ্রগতি রিপোর্ট জমা দিতে হবে সিবিআইকে। ২০১১ সালের ১৮ এপ্রিলের ঘটনা। বেহালা থেকে ১৯ বছর বয়সী দুই ছাত্র হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে যায়। ফোনে দু'জনের মধ্যে বাইক সংক্রান্ত বিষয়ে কথা হয়েছিল বলে জানতে পেরেছিল পরিবার। এরপর দু'জনের আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

রাজ্য

8 October, 2026 • Thursday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রেলওয়ে ২০২৩-’২৪ সালে সর্বাধিক যাত্রী সমাগম হওয়া ১০০টি স্টেশনের তালিকা প্রকাশ করেছে। ৬.১৩ কোটি যাত্রী নিয়ে দেশের মধ্যে তৃতীয় স্থানে রয়েছে হাওড়া। সর্বাধিক যাত্রী সমাগমের নিরিখে তালিকায় শিয়ালদহের স্থান ষষ্ঠ। ৫.১৩ কোটি যাত্রী যাতায়াত করেছে

সাত দশকের উৎসবে প্রজন্মের সেতুবন্ধন

সিঙ্গাপুর : প্রবাসে দুর্গাপুজো মানেই শিকড়ের কাছে ফেরা

সুমনা আদক • সিঙ্গাপুর

প্রবাসে দুর্গাপুজোর একটি আলাদা আবেগ আছে। কলকাতার পুজো যেখানে চারপাশের স্বাভাবিক জীবনযাত্রারই অংশ, প্রবাসে সেই উৎসবকে তৈরি করতে হয় অনেক যত্নে। কয়েক মাস আগে থেকেই শুরু হয় প্রস্তুতি। প্রতিমা, পুজোর সামগ্রী, পুরোহিত, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খাবার, স্বেচ্ছাসেবক প্রতিটি ক্ষেত্রেই থাকে পরিকল্পনা। তবে এই পরিশ্রমের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে আনন্দ।

সিঙ্গাপুরের বাঙালির কাছে পুজো মানে শুধু মণ্ডপে গিয়ে অঞ্জলি দেওয়া নয়। পুজোর কয়েকটি দিন যেন নিজের শহর, নিজের ভাষা এবং নিজের সংস্কৃতির সঙ্গে নতুন করে দেখা হওয়ার সময়। কেউ কলকাতার পুজোর স্মৃতি নিয়ে আসেন, কেউ শৈশবের পুজোর গল্প বলেন, কেউ আবার নিজের সন্তানকে বোঝান দুর্গাপুজো কেন বাঙালির জীবনে এত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে পুজোর মণ্ডপটি এক অর্থে হয়ে ওঠে স্মৃতির ঠিকানা।

সাত দশকের এই যাত্রার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির একটি হল প্রজন্মের পরিবর্তন। প্রথম প্রজন্ম যারা বিদেশের মাটিতে নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিচয় ধরে রাখার জন্য পুজো শুরু করেছিলেন, তাঁদের সন্তান-সন্ততিরাই আজ সেই ঐতিহ্য বহন করছেন। এই প্রজন্মের অনেকেই সিঙ্গাপুরেই জন্মেছেন বা বড় হয়েছেন। তাঁদের দৈনন্দিন জীবন সিঙ্গাপুরের বহুজাতিক সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তবু দুর্গাপুজোর কয়েকটি দিন তাঁদের জন্য বাংলা ভাষা, গান, নাচ, খাবার এবং পারিবারিক ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুন করে যুক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি করে।

শিশুদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, বাংলা গান ও নৃত্য পরিবেশন, আবৃত্তি, নাটক কিংবা বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে

সেই সংযোগ আরও দৃঢ় হয়। ফলে পুজো শুধু অতীতের স্মৃতি সংরক্ষণ করে না, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছেও সংস্কৃতিকে পৌঁছে দেয়। সিঙ্গাপুর নিজেই একটি বহুসাংস্কৃতিক সমাজ। চিনা, মালয়, ভারতীয় এবং বিভিন্ন দেশের মানুষের সহাবস্থান এই শহরের সামাজিক পরিচয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সেই পরিসরে বাঙালির দুর্গাপুজোও ধীরে ধীরে একটি সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অংশ হয়ে উঠেছে।

দুর্গাপুজো এখন শুধুমাত্র বাঙালিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ কোনও অনুষ্ঠান নয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষও এই উৎসবের প্রতি আগ্রহ দেখান। প্রতিমা, আলোকসজ্জা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বাংলা খাবার এবং উৎসবের পরিবেশ তাঁদের কাছে হয়ে ওঠে নতুন সংস্কৃতিকে জানার একটি সুযোগ।এইভাবেই একটি ধর্মীয় উৎসব ধীরে ধীরে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ক্ষেত্র তৈরি করে। আসলে ৭০ বছর মানে শুধু একটি সংখ্যা নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য পরিবারের গল্প, বহু প্রজন্মের স্মৃতি এবং পরিবর্তিত সময়ের সাক্ষ্য। যে সংগঠন একসময় মাত্র কয়েক ডজন পরিবারকে কেন্দ্র করে নিজের যাত্রা শুরু করেছিল, তার সঙ্গে আজ যুক্ত হয়েছে বৃহত্তর একটি সামাজিক পরিসর। এই দীর্ঘ যাত্রায় বদলেছে সিঙ্গাপুর, বদলেছে বাঙালি সমাজ, বদলেছে প্রযুক্তি এবং যোগাযোগের ধরন। বদলেছে পুজোর আয়োজনও। কিন্তু কিছু বিষয় বদলায়নি মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে অঞ্জলি দেওয়ার আবেগ, ঢাকের শব্দে মন কেমন করে ওঠা, ভোগের গন্ধ, পুজোর নতুন জামা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উত্তেজনা এবং সবশেষে বন্ধু-পরিজনের সঙ্গে বসে দীর্ঘ আড্ডা।

সাত দশক আগে যে ছোট্ট উদ্যোগের জন্ম হয়েছিল, আজ তার শিকড় অনেক গভীরে। সেই শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে পুরনো প্রজন্মের ত্যাগ ও ভালোবাসা, আর তার শাখা-প্রশাখায় রয়েছে নতুন প্রজন্মের স্বপ্ন। সিঙ্গাপুরের আকাশচুম্বী ভবন, আধুনিক প্রযুক্তি আর ব্যস্ত নগরজীবনের মাঝেও শরৎ এলেই বাঙালির মন যেন অন্য এক ভূগোলে চলে যায়। সেখানে থাকে নদীর ধারে কাশফুল, ভোরের শিউলি, পাড়ার মণ্ডপ, ধূপের গন্ধ, ঢাকের আওয়াজ আর মায়ের মুখ।

সিঙ্গাপুরে বিএএস-এর দুর্গাপুজোর ৭০ বছরের যাত্রা আসলে সেই অনুভূতিরই গল্প ভূগোল বদলালেও সংস্কৃতির শিকড় যে বদলায় না, তার এক জীবন্ত উদাহরণ। একসময় প্রায় ৫০টি পরিবারকে ঘিরে যে পথচলা শুরু হয়েছিল, সাত দশক পরে তা হয়ে উঠেছে বহু প্রজন্মের মিলনমঞ্চ। তাই সিঙ্গাপুরের দুর্গাপুজো শুধু বিদেশের মাটিতে আয়োজিত একটি পুজো নয়— এটি এক টুকরো বাংলার দীর্ঘস্থায়ী ঠিকানা যেখানে প্রতি শরতে আবারও ফিরে আসে শিকড়ের ডাক।

বুধবারও যন্তর মন্তর উত্তপ্ত

(প্রথম পাতার পর) যোগ দেন আপের প্রতিনিধিরাও। ওই মধ্যহ্নভোজনের পরই রাহুল গান্ধী ঘোষণা করেন, ‘জ্ঞানেশ কুমারকে আমরা সরিয়েই ছাড়ব! ওকে ইস্তফা দিতেই হবে।’ এই ঘোষণার পরই যন্তর মন্তরের দিকে এগোতে শুরু করেন ইন্ডিয়া জোটের সাংসদেরা। সেখান থেকেই বাসভর্তি হয়ে যন্তর মন্তরের দিকে প্রতিবাদ-মিছিলে এগোতে গেলে দিল্লি পুলিশের বাধার মুখে পড়েন তাঁরা। জারি হয় ১৬৩ ধারা। দফায় দফায় ধস্তাধস্তি ও উত্তেজনার জেরে রণক্ষেত্রের রূপ নেয় দিল্লির রাজপথ।

তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েন মধ্যাহ্নভোজনের পরে বলেন, আমরা সকলে একসাথে আছি। এখানে ইগোর জায়গা নেই। যতক্ষণ না জ্ঞানেশ কুমারকে তাড়ানো হচ্ছে ততক্ষণ এই লড়াই জারি থাকবে।

যন্তর মন্তরে যাওয়ার আগেই মাঝপথে বাস আটকে দেয় দিল্লি পুলিশ। ততক্ষণে সেখানে ভিড় করেছেন কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই-এর কর্মী-সমর্থকেরা। তাঁদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয় পুলিশের। বাস থেকে নেমে পড়েন রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, ডেরেক ও’ব্রায়েনরা। পুলিশের বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ এনে রাস্তাতেই শুয়ে পড়ে প্রতিবাদ জানান প্রিয়ঙ্কা-সহ অন্য মহিলা সাংসদেরা। তার পরেই রাহুল গান্ধী, তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েন, মহুয়া মৈত্র, সামিরুল ইসলাম আটক করে পুলিশ। টেনে-হিঁচড়ে গাড়িতে তোলা হয় তাঁদের। রেণুকা চৌধুরী-সহ ক্ষুব্ধ বিরোধী নেতারা কেন্দ্রের সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, সাধারণ মানুষের কণ্ঠরোধ করার এই স্বৈরাচারী চেষ্টা বরদাস্ত করা হবে না।

প্রতিবাদ চলাকালীন প্রিয়ঙ্কা গান্ধী রাস্তার ওপর শুয়ে পড়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে গুরুতর শারীরিক হেনস্থার অভিযোগ তোলেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাংবাদিকদের সামনে ক্ষোভে ফেটে পড়ে তিনি বলেন, আমি এখান থেকে এক ইঞ্চিও নড়ব না। নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করার আর্জি জানানো নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সরকার কী আচরণ করছে, তা আজ গোটা দেশ দেখুক। আমাদের শারীরিকভাবে নিগ্রহ করা হচ্ছে। আমাকে আটক করতে আসা মহিলা পুলিশ কর্মীরা জোর করে আমাকে মাটিতে আছড়ে ফেলেছে এবং গা-হাত-পা খামচে দিয়েছে। এই হিংস্রতা বন্ধ করে অবিলম্বে পুলিশ বাহিনীকে সরিয়ে নেওয়া হোক। তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্র-সহ অন্য মহিলা সাংসদেরও পুলিশ অমানবিক ভাবে টেনে-হিঁচড়ে গাড়িতে তোলে। তাঁর শরীরে আঘাতে চিহ্ন স্পষ্ট। প্রিয়ঙ্কা, মহুয়াদের পুলিশ আটক করে ছত্রশাল স্টেডিয়ামে নিয়ে যায়। সেখানে মহুয়ারা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। জ্ঞানেশ কুমার ও বিজেপি সরাকরের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে লেখেন, ইন্ডি জোটের সাংসদেরা যন্তর মন্তরে ধরনা দেবেন। যতদিন না জ্ঞানেশ কুমার ইস্তফা দিচ্ছেন, এই ধরনা চলবে। একই সারিতে নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপিকে বসিয়ে খাড়্গের বক্তব্য, জ্ঞানেশ যেটা করছেন সেটার নেপথ্যে নরেন্দ্র মোদির হাত রয়েছে। আজ সব দল এক জায়গায় এসে দেশের মানুষকে বলছে, কীভাবে তাঁদের ভোট চুরি হয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধে যত খুশি মামলা করার করুন, গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই চলবেই।

খুন-ধর্ষণ : লজ্জার বাংলায় যেন জঙ্গলরাজ

(প্রথম পাতার পর)

অভিযোগ করেন, অনেক সময়ই পুলিশ গুরুতর ধারায় মামলা রুজু করতে চাইছে না। সব অভিযোগ নথিভুক্ত হলে সংখ্যা আরও বাড়ত। এই প্রসঙ্গে কুণাল ঘোষের উপর সম্প্রতি পরপর দুদিন প্রাণঘাতী হামলার বিষয়টি উল্লেখ করেন অর্ক। বলেন, এখনও বেলেঘাটার ঘটনায় কোনও গ্রেফতার হয়নি। রাজ্যে পুলিশরাজ, গুন্ডারাজ, হুমকি, ভয় দেখানোর রাজনীতি চলছে বলে তীব্র আক্রমণ করেন কুণাল। রাজ্যের অপরাধ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (এসসিআরবি) এই রিপোর্ট নিয়ে অবিলম্বে বিধানসভায় জরুরি অধিবেশন ডেকে আলোচনার দাবি জানিয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক। একই সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করেছেন তিনি।

কী আছে এসসিআরবি-র রিপোর্টে? সাকেতের করা আরটিআইয়ের প্রেক্ষিতে জানানো হয়েছে, মে থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত রাজ্যে মোট ২,৪৫৪টি ধর্ষণ, ৬০০টি খুন, ১৩,১১৪টি খুনের চেষ্টা এবং ৩২,৩৪১টি গুরুতর আঘাতের মামলা নথিভুক্ত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রাজ্য পুলিশের এসসিআরবি-র দেওয়া তথ্যেই এই পরিসংখ্যান উঠে এসেছে।

মে থেকে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত

ধর্ষণ : ২,৪৫৪টি মামলা

খুন : ৬০০টি মামলা

খুনের চেষ্টা : ১৩,১১৪টি মামলা

গুরুতর আঘাত : ৩২,৩৪১টি মামলা

প্রশ্ন উঠছে, সরকার বদলের পর বাংলার আইনশৃঙ্খলা নিয়ে যে বড় বড় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তব প্রতিফলন কোথায়? পরিবর্তনের সরকার কোথায়? আইনশৃঙ্খলার পরিবর্তন কোথায়? কুণাল ঘোষ বলেন, ধর্ষণের এই পরিসংখ্যান যদি তৃণমূল আমলে দেখা যেত, তখন বিরোধী দলে থাকা বর্তমান শাসকদল কী বলতেন! তীব্র কটাক্ষ করে তৃণমূল বিধায়ক বলেন, ধর্ষণের এই পরিসংখ্যান নিয়ে একটা মোমবাতি মিছিল হবে না! রাজ্যে মা-বোনেদের নিরাপত্তা কোথায়— প্রশ্ন তোলেন বেলেঘাটার বিধায়ক।

অভিযোগ করেন, পুলিশ সব অভিযোগে যথাযথ ধারায় মামলা দায়ের করছে না। করলে এই পরিসংখ্যান আরও বেশি হত বলে মত তাঁর।

একই সঙ্গে রাজ্যে এখনও দুর্গাপুজোর কোনও আবহ নেই বলেও মন্তব্য করেন আইনজীবী অর্ক নাগ। তাঁর কথায় এই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে আনন্দময় অনুভূতি হচ্ছে না। একই সঙ্গে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার এই পরিস্থিতিতে কীভাবে বিনিয়োগ আসবে তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন অর্ক।

আইনজীবীদের কর্মবিরতি উদ্বেগ প্রকাশ হাইকোর্টের

প্রতিবেদন : কলকাতার ব্যাঙ্কশাল ও চন্দননগর আদালতে আইনজীবীদের কর্মবিরতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল কলকাতা হাই কোর্ট। প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে এবং বিচারপতি ওম নারায়ণ রাইয়ের ডিভিশন বেঞ্চ দ্রুত কর্মবিরতি প্রত্যাহারের জন্য বার কাউন্সিলের সদস্যকে সংশ্লিষ্ট আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দিয়েছে। বারুইপুর আদালতে আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর হামলার ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে হাইকোর্ট। বুধবার সেই মামলার শুনানি ছিল। ওই মামলায় যুক্ত সব পক্ষকে নোটিশ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এদিন ব্যাঙ্কশাল ও চন্দননগর আদালতে চলা কর্মবিরতির প্রসঙ্গ তোলেন আইনজীবী শুভঙ্কর নাগ। অভিযোগ, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আইনজীবীরা আক্রান্ত হচ্ছেন। পাশাপাশি শালবনিতে হাই কোর্টের আইনজীবী শামিম আহমেদের গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনাও আদালতের নজরে আনেন। প্রধান বিচারপতি জানান, শামিম আহমেদের আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি তাঁর নজরে রয়েছে। কিন্তু প্রধান বিচারপতির প্রশ্ন, ‘আদালতে কর্মবিরতি কেন চলবে? এতে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।’ রাজ্যের সমস্ত আদালতে আইনজীবীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। তার পরও কর্মবিরতির যৌক্তিকতা কী? ব্যাঙ্কশাল ও চন্দননগর আদালতের কর্মবিরতি নিয়ে বার কাউন্সিলের সদস্যকে সোমবারের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী নভেম্বর মাসে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সোনার দোকানের পর এবার কোচবিহার শহরের বিভিন্ন ব্যাঙ্কে বিশেষ নিরাপত্তা অভিযান চালাল পুলিশ। মঙ্গলবার বিকেলে শহরের মদনমোহন বাড়ি মোড় থেকে এই অভিযান শুরু হয়

আমার বাংলা
8 October, 2026 • Thursday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, একাধিক দাবি নিয়ে সরব কোচবিহারের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা

স্মারকলিপি দিতে জমায়েত কর্মীদের।

দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলে অবস্থান।

সংবাদদাতা, কোচবিহার : একাধিক দাবিদাওয়া নিয়ে এবার সরব হলেন তুফানগঞ্জের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা। বুধবার তুফানগঞ্জ ১ এবং ২ নম্বর ব্লকের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংশ্লিষ্ট সিডিপিও-র কাছে স্মারকলিপি জমা দেন। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে তাঁদের। সেই সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধানের দাবিতেই এদিন স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা সমিতির উদ্যোগে এদিনের কর্মসূচিতে দুই ব্লকের বহু অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা অংশ নেন। তাঁদের অভিযোগের তালিকায় উঠে এসেছে একাধিক বিষয়। তার মধ্যে অন্যতম, কয়েকজন সুপারভাইজারের বিরুদ্ধে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ। কর্মীদের অভিযোগ, দায়িত্ব পালনের সময় তাঁদের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই অত্যন্ত খারাপ আচরণ করা হয়। এমনকী, নোংরা ভাষায় কথা বলারও অভিযোগ উঠেছে কয়েকজন সুপারভাইজারের বিরুদ্ধে। কর্মীদের আরও দাবি, এই ধরনের আচরণের প্রতিবাদ করলে তাঁদের চাকরি ছেড়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বক্তব্য, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে শিশু ও মায়েদের পরিষেবা দেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গে যুক্ত। প্রতিদিন নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে হয় তাঁদের। ফলে কর্মক্ষেত্রে তাঁদের সঙ্গে সম্মানজনক আচরণ করা এবং তাঁদের সমস্যাগুলির প্রতি প্রশাসনের নজর দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। শুধু কর্মক্ষেত্রে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ নয়, এদিন একাধিক আর্থিক ও পরিষেবা সংক্রান্ত দাবিও তুলে ধরেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা। তাঁদের অন্যতম দাবি, 'সমকাজে সমবেতন'। একইসঙ্গে সাম্মানিক সঠিক সময়ে প্রদান করার দাবিও জানানো হয়েছে। কর্মীদের বক্তব্য, নির্দিষ্ট সময়ে সাম্মানিক না পাওয়ার কারণে তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। তাই সাম্মানিক প্রদানের ক্ষেত্রে নিয়মিততা বজায় রাখার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। এছাড়াও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপের দাবি জানানো হয়েছে। কর্মীদের অভিযোগ, তাঁদের কাজের পরিধি ও দায়িত্ব বাড়লেও সেই অনুপাতে তাঁদের সমস্যার সমাধানে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা সমিতির জেলা সভানেত্রী মমতা সরকার দাস, কার্যকরী সভানেত্রী মৌসুমি ঘোষ-সহ সংগঠনের নেতৃত্ব এবং কর্মী-সহায়িকারা। এদিনের কর্মসূচি ঘিরে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভ। তাঁদের বক্তব্য, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষের পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত। শিশুদের পুষ্টি, প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা এবং মা ও শিশুদের বিভিন্ন পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সেই কাজের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের কর্মক্ষেত্রে সম্মান এবং ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

ভাঙা রাস্তা, জলসংকট, মালদহে দুর্ভোগ

প্রতিবেদন : ভাঙা রাস্তা, দিনের পর দিন জল নেই। প্রবল সংকটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন পুরাতন মালদহের বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, বারে বারে জানানোর পরও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি পুরসভার তরফে। এদিকে নিজেদের পিঠ বাঁচাতে অন্যদরে ওপর দোষ চাপাতে ব্যস্ত বিজেপি। প্রশাসক দিয়ে পুরসভা চালানোর পরও দোষ চাপানো হচ্ছে তৃণমূলের ওপর। এই বিষয় নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। ক্ষোভ উগরে দিয়ে এলাকার বাসিন্দারা বলেন, পাঁচ মাসের বিজেপি সরকার কোনও কাজ করেনি। গায়ের জোরে পুরসভাগুলো দখল করে

রীতিমত মতো জুলুম চালাচ্ছে। ফেটে যাওয়া পাইপ খুঁজতেও পুরসভাকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। আগে পিএইচই সংস্কারের কাজ করত, কিন্তু এখন পাম্পটি পুরসভার অধীনে। গত সেপ্টেম্বরে পুরসভার প্রতিটি ওয়ার্ড পানীয় জলের সমস্যায় পড়েছিল। নিজস্ব ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের যন্ত্রাংশ বিকল হওয়ায় সময়মতো জল সরবরাহ করা যায়নি। সেই সমস্যা কাটার পর ১ নম্বর ওয়ার্ডে পিএইচই পাম্প বিকল হয়ে যাওয়ায় ১৫ দিন জল সরবরাহ বন্ধ ছিল ওয়ার্ডটিতে। চরম সমস্যায় পড়েন বাসিন্দারা। ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা পুরসভায় স্মারকলিপি দেওয়ায় পুরসভা পাম্প মেরামত করে। কিছুদিন পরিষেবা স্বাভাবিক থাকলেও নবাবগঞ্জ অটো স্ট্যান্ড এলাকায় রাস্তার ধারে ফের পাইপ ফেটে বড় গর্ত তৈরি হয়েছে।

সময়ের আগেই স্কুল-ছুটি অভিভাবকদের প্রতিবাদ

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : সাড়ে চারটেয় স্কুল ছুটির নিয়ম হয় আড়াইটেই। স্কুলে পঠনপাঠনও ঠিকমতো হচ্ছে না। ময়নাগুড়ির ব্লকের আমগুড়ি রামমোহন হাইস্কুলের বিরুদ্ধে এমনই

একগুচ্ছ অভিযোগ তুলে এবার সরব হলেন অভিভাবকেরা। যেখানে সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী বিকেল সাড়ে চারটে পর্যন্ত স্কুল খোলা থাকার কথা, সেখানে প্রতিদিন দুপুর আড়াইটে থেকে পৌনে তিনটের মধ্যেই ছুটি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। এই অনিয়মের প্রতিবাদে আজ স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চত্বরে আটকে রেখে তীব্র বিক্ষোভ দেখান ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই এই স্কুলটিতে পঠনপাঠনের পরিবেশ ভেঙে পড়েছে— অভিভাবকদের প্রধান অভিযোগগুলির মধ্যে রয়েছে। সরকারি সময়সীমা বিকেল সাড়ে চারটে হলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ তা না মেনে প্রতিদিন দুপুর ২:৪৫ মিনিট নাগাদই ছুটি দিয়ে দিচ্ছেন।

সম্প্রীতির বার্তা বয়ে আনে চা-বাগানের দুর্গাপুজো

প্রতিবেদন : পুজোর ক'টা দিন মণ্ডপের কাজেই ব্যস্ত থাকেন জিসান। চা-বাগানের ম্যানেজারও জানেন জিসান বাগানের পুজোর সব কিছু। রকেয়া খাতুনও বাড়ির কাজ সেরে হাত লাগান পুজোর জোগাড়ে। ৩৬ বছর পেরিয়ে এভাবেই সম্প্রতীর বন্ধনে এগিয়ে চলেছে আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রাম চা-বাগানের দুর্গাপুজো। শুধু আলিপুরদুয়ার থেকেই নয়, বহু পর্যটকও এই পুজো দেখতে আসেন। ছোট, আরম্বরহীন কিন্তু ভরপুর আন্তরিকতা। সম্প্রীতির আবহে এভাবেই পুজো কাটান বাগানের প্রতিটা মানুষ। পুজো কমিটির অন্যতম কর্মকর্তা রাজু লোহারা বলেন, 'আসলে চা বাগানের মানুষ জানেন যে প্রতিদিনের জীবনে একে অপরের পাশে থাকার

তাপস ঘোষ বা উপদেষ্টা মধুসূদন ঘোষও রাজুর সঙ্গে সহমত। দীপঙ্কর জানান, সম্প্রীতির এই ছবি তাঁদের পুজোর মূল আকর্ষণ।

কোনও ধর্ম হয় না। সুখে-দুঃখে, কাজে কিংবা উৎসবে পরস্পরের হাত ধরেই এগিয়ে চলা তাঁদের দীর্ঘদিনের অভ্যাস। যুগের পর যুগ ধরে সেই অভ্যাসে রীতিমতো অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি আমরা।' তাই গীতার হাতে যখন দুর্গাপুজোর পুষ্পপত্র সাজে, তখন সেখানে শুধু ফুলের সৌন্দর্য থাকে না, মিশে থাকে মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা আর সহাবস্থানের বার্তা, জানালেন রাজু। মানবতাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এ প্রসঙ্গে পুজো কমিটির সম্পাদক দীপঙ্কর সরকার, সভাপতি বিনয় ভৌমিক, কোষাধ্যক্ষ

ময়নাগুড়িতে সচেতনতা শিবির

সংবাদদাতা, ময়নাগুড়ি : পথ দুর্ঘটনা রোধ এবং আকস্মিক দুর্যোগে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে এল ময়নাগুড়ি হাইওয়ে ট্রাফিক-২ এবং জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ। বুধবার ময়নাগুড়ি থানা এলাকার বিভিন্ন দুর্ঘটনাপ্রবণ অঞ্চলের যুবকদের নিয়ে একটি বিশেষ সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিনের এই কর্মশালায় মূলত দুর্ঘটনা ঘটলে প্রাথমিক উদ্ধারকাজ কীভাবে পরিচালনা করতে হবে, আহতদের দ্রুত ও নিরাপদে হাসপাতালে স্থানান্তরের উপায় এবং যেকোনও দুর্যোগে মানুষের সহায়তায় কীভাবে এগিয়ে আসতে হবে— তার ওপর বিস্তারিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

8 October, 2026 • Thursday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

গ্যাং ওয়ার

প্রতিবেদন : গ্যাং ওয়ার! বুধবার খড়্গপুরে এক স্কুলছাত্রের গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় আলোচনায় এই শব্দটাই উঠে এল। জানা গেছে গুলিবিদ্ধ ছাত্রের নাম অক্ষয় ঝা। দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া। ছেলেটির বাবা রেলকর্মী। খড়গপুর পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডে তাঁদের বাস। সকাল ১১টা নাগাদ বন্ধু সাগর কুমারের স্কুটিতে চেপে একটি দোকানে খেতে যাচ্ছিল সে। ওল্ড সেটেলমেন্ট এলাকায় রেলের একটি অনুষ্ঠান ভবনের গলি দিয়ে যাওয়ার সময় সাগর বুঝতে পারে বন্ধু পড়ে গিয়েছে। স্কুটি থামিয়ে লোকজন জড়ো করে সে। দ্রুত বন্ধুকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে। তখনই জানা যায়, বুকে বাঁদিকে গুলি লেগেছে অক্ষয়ের। প্রশ্ন উঠছে, একজন সাধারণ স্কুলছাত্রকে খুন করতে যাওয়ার কারণ কী। জবাব খুঁজতে গিয়ে বেশ কিছু তথ্য পুলিশের হাতে এসেছে। প্রাথমিক অনুমান, আততায়ীদের নিশানায় ছিল সাগর। এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে উঠে এসেছে মাফিয়া গোষ্ঠীদের শত্রুতার কথা। জানা গেছে, ২০২২ সালের ২৭ জুন রাত ১০টা নাগাদ খুন হন জমির কারবারি বেঙ্কটপ্রসাদ রাও। তাঁকেও গুলি করে মারা হয়েছিল। সাগর তাঁরই পুত্র। পুলিশের অনুমান, এবার আততায়ীদের নিশানায় ছিল বেঙ্কটের পুত্র। নিশানা ভুল করে বন্ধু অক্ষয়ের গায়ে লাগে। সূত্রের খবর, সাগরের বাবা বেঙ্কটের সঙ্গে একদা সখ্য ছিল রেলমাফিয়া শ্রীনু নায়ডুর। নব্বইয়ের দশকে রেলের ছাঁট লোহার কারবারে খড়গপুরে বাসব রামবাবু ছিল শেষ কথা। খুনের মামলায় যাবজ্জীবন সাজা ভোগ করে সে। তার কারাবাসের সময় উত্থান হয় শ্রীনুর। কিন্তু ২৯ বছর বয়সেই খুন হয় সে। অন্যদিকে বেঙ্কটের খুনে অভিযুক্তরা এখনও জেলে। তারা শ্রীনুর বিরোধী গোষ্ঠীর লোক। অনুমান, তাদের দলেরই কেউ বুধবারের ঘটনার সঙ্গে জড়িত। জানা গিয়েছে, দুষ্কৃতীদের ছোঁড়া প্রথম গুলিটি কারও গায়ে লাগেনি। দ্বিতীয়টি লাগে সাগরের স্কুটিতে বসে থাকা অক্ষয়ের বুকের বাঁ দিকে। ঘটনায় পাঁচজনকে আটক করেছে পুলিশ। তার মধ্যে একজনকে নাকি চিহ্নিতও করা গেছে। আহত অক্ষয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

খড়্গাপুরে দিনদুপুরে গুলি, রক্তাক্ত পড়ুয়া

প্রতিবেদন : দিনের ব্যস্ত সময়ে খড়গপুর শহরে গুলিবিদ্ধ স্কুলছাত্র। বুধবার সকালে রেল কলোনি সংলগ্ন এলাকায় গুলির আঘাতে গুরুতর জখম হয় দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া অক্ষয় ঝা। বুকে গুলি লাগার পর রাস্তায় পড়ে যায় সে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য কলকাতায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়ে তাঁকে। ঘটনার সময় অক্ষয় এক পরিচিত যুবকের সঙ্গে বাইকে ছিল। সাগর কুমার নামক এক যুবকের সঙ্গে মোটরবাইকে চেপে শহরের একটি এলাকায় গিয়েছিল সে। সেখানে রাস্তার ধারের একটি দোকানের সামনে বাইক থামিয়ে দুজন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। সেই সময়ই আচমকা কয়েকজন বাইক আরোহী সেখানে এসে হামলা চালায়। স্থানীয়দের কথা অনুযায়ী হামলাকারীদের মুখ ঢাকা ছিল। তবে হামলার আসল লক্ষ্য কে ছিল, তা নিয়েই এখন ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

খড়্গপুরে মাফিয়ারাজ। গুলি-কাণ্ডের পর এই প্রশ্নই উঠে গেল।

অক্ষয়ের সঙ্গে থাকা সাগর জমি-বাড়ি সংক্রান্ত লেনদেনের মধ্যস্থতার কাজ করেন। তাঁর সঙ্গে অক্ষয়ের বন্ধুত্ব ছিল। ফলে সাগরকে কেন্দ্র করে কোনও পুরনো বিরোধের জেরে হামলা হয়ে থাকতে পারে কি না, সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিশ। অন্যদিকে, অক্ষয়ই কি হামলাকারীদের নিশানায় ছিল? তা নিয়েও এখনও স্পষ্ট তথ্য মেলেনি। ঘটনার আরও একটি দিক তদন্তকারীদের নজরে এসেছে। স্থানীয়দের বক্তব্য, হামলার সময় দুবার গুলি চালানো হলেও আশপাশের মানুষ গুলির আওয়াজ শুনতে পাননি। অস্ত্রে সাইলেন্সার ব্যবহার করা হয়েছিল কি না, সেই প্রশ্নও উঠেছে। যদিও এই বিষয়ে এখনও তদন্তের ফল মেলেনি। এদিকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা অক্ষয়কে স্থানীয়রাই উদ্ধার করে হাসপাতালে পৌঁছে দেন। পরে তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা মাথায় রেখে কলকাতায় স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়। খড়গপুর টাউন থানার আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেন। আশপাশের বিভিন্ন জায়গার সিসিটিভি রেকর্ড খতিয়ে দেখে হামলাকারীদের গতিবিধি বোঝার চেষ্টা চলে। সাগর কুমারকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পাশাপাশি ছাত্রটির পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করছেন তদন্তকারীরা। হামলার নেপথ্যে ব্যক্তিগত বিরোধ, পুরনো শত্রুতা নাকি অন্য কোনও কারণ সব দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনায় সন্দেহভাজন হিসেবে পাঁচজনকে আটক করা হয়েছে। পুলিশের সাতটি দল ঘটনার তদন্ত করছে।

বিচারকের স্ট্যাম্প-সই জাল

বর্ধমানে কেলেঙ্কারি

প্রতিবেদন : বিচারক ও সরকারি আধিকারিকদের স্ট্যাম্প ও সই জাল করে ভুয়ো নথি তৈরির ছক। বড়সড় কেলেঙ্কারির পর্দাফাঁস হল। কোর্ট কম্পাউন্ড চত্বরে থাকা একটি ডিটিপি-জেরক্স দোকানে বসেই চলত বেআইনি এই কারবার। মঙ্গলবার রাতে অভিযান চালিয়ে চার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে একাধিক ভুয়ো এফিডেভিট, বিচারক ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের ৪টি স্ট্যাম্প ও সিল এবং আইনজীবী রামকৃষ্ণ পালিতের নামে একটি স্ট্যাম্প ও সিল উদ্ধার হয়েছে। এছাড়াও নগদ ৫০ হাজার ৫২০ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বুধবার ধৃতদের বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়। বিচারক ধৃতদের ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। ধৃতদের মধ্যে দুজন ল'ক্লার্ক। ইতিমধ্যে ধৃত চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে। জানা গেছে, ধৃতরা দেওয়ানদিঘি থানার শোনপুর ভিটার বিবেকানন্দ ঘোষ, বর্ধমানের কাঞ্চননগরের টোটন দাস, শহরের রানিগঞ্জ বাজারের রাতুল পাল ও খণ্ডঘোষের চা গ্রামের কিশোর জুই। তদন্তে জানা গেছে, বিবেকানন্দ ওই দোকানের কর্মচারী। সেই এই বেআইনি চক্রের মূল মাথা। মূলত খদ্দের জোগাড় করার কাজ করত রাতুল পাল ও কিশোর। আর টোটন ওদের প্রয়োজন মতো স্ট্যাম্প, সিল বানিয়ে দিত। জেলাশাসকের দপ্তরের অদূরে ধৃতের স্ট্যাম্প তৈরির গুমটি দোকান রয়েছে। রাতুল ও কিশোর ল'ক্লার্ক। পশ্চিমবঙ্গ ল'ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশন সদস্য এই দুইজন। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, তাঁরা এক্সিকিউটিভ বা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজিরা ছাড়াই মোটা টাকার বিনিময়ে এফিডেভিট করিয়ে দিত। সেক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটদের স্ট্যাম্প, সই জাল করে স্ট্যাম্প পেপারে এফিডেভিট করে দিত। ফলে জাল নথি তৈরি করিয়ে নিতে পারত মোটা টাকা দিয়ে।

গাঁজা পাচার বাড়ছে রাজ্যে

প্রতিবেদন : দিনদিন গাঁজা পাচার বেড়েই চলেছে রাজ্যে। গত পাঁচ মাসে গাঁজা পাচার বহুগুণ বেড়েছে। কখনও সখনও তল্লাশিতে ধরা পড়লেও পাচার কিন্তু থামছে না। এবার কটক থেকে বোলপুর যাওয়ার পথে চারচাকা গাড়িতে করে প্রায় ১৬ কেজি গাঁজা পাচার করা হচ্ছিল। বর্ধমান-আরামবাগ ৭ নম্বর রাজ্য সড়কের পলেমপুরে রাতে নাকা চেকিংয়ের সময় সন্দেহ হওয়ায় একটি চারচাকা গাড়িকে আটকায় খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে গাড়ির ডিকি থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ১৬ কেজি গাঁজা। এই ঘটনায় শেখ নাসিরুদ্দিন নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আটক করা হয়েছে গাড়িটিও। জানা গেছে, ধৃত শেখ নাসিরুদ্দিন বর্ধমান শহরের মালিরবাগানের বাসিন্দা। নাকা চেকিংয়ের সময় সন্দেহ হওয়ায় গাড়িটিতে তল্লাশি চালানো হয়। এরপর গাড়ি থেকে আটটি প্যাকেটে রাখা বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার হয়। জানা গিয়েছে কটক থেকে বোলপুরের দিকে গাঁজা নিয়ে যাচ্ছিল ধৃত ব্যক্তি। তবে কার কাছে মাদক পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল, কোথা থেকে গাঁজা সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং এর পিছনে আর কারা জড়িত তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এটা ঘটনা বর্তমান প্রশাসন এই বিষয়ে কোনও রাশ টানতে পারছে না। যতদিন যাচ্ছে ততই যেন বেড়ে চলেছে পাচার।

নেই জমক, সিঁদুর-মাখা লাল পাথরকেই দুর্গারূপে আরাধনা

প্রতিবেদন : জাঁকজমকহীন ভাবেও হতে পারে দুর্গাপুজো। যার জ্বলন্ত উদাহরণ সাঁকরাইলের পাথরকাটি গ্রামের পিতলকাটি জয়চণ্ডী মন্দির। এখানে নেই দুর্গার কোনও প্রতিমা। নেই মৃৎশিল্পীর তুলির টান। মন্দিরে থাকা একটি পাথরই দেবী জয়চণ্ডী হিসেবে পূজিতা। শারদীয়ার সময়ে সেই দেবীকেই দুর্গারূপে আরাধনা করেন লোধা-শবর সম্প্রদায়ের মানুষ। ঢাক বাজে, পুজোর আচার হয়, ভক্তের ভিড়ও হয়। তিনদিনের মেলাতেও মুখর হয়ে ওঠে মন্দির-চত্বর। বছরের ৩৬৫ দিন দেবীর নিত্যপুজোর দায়িত্বও লোধা-শবর সমাজের মানুষের হাতেই। ফলে পাথরকাটির শারদোৎসবে প্রতিমার অনুপস্থিতি যেন হয়ে উঠেছে তার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। কেমন হয় ঝাড়গ্রামের লোধা-শবরদের পুজো? মন্দিরের সঙ্গে লোধা-শবর সমাজের যোগাযোগ নিয়ে রয়েছে বহু প্রাচীন লোকবিশ্বাস। স্থানীয়দের কথায়, কয়েকশো বছর আগে রাম লোধা গভীর জঙ্গলে শিকারে গিয়েছিলেন। ঝাড়গ্রাম জেলার লোকসংস্কৃতি ও লৌকিক ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এক কিংবদন্তি পুরুষ এই রাম লোধা। ওই সম্প্রদায়ের কাছে তিনি রাজা হিসেবেও

পরিচিত। সেই জঙ্গলেই তিনি দেবী জয়চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন। অতঃপর, এলাকায় ফিরে এসে সেই নির্দেশ মেনেই শুরু হয় দেবীর আরাধনা। বংশ পরম্পরায় সেই রীতিনীতি মেনেই পুজো হয়ে আসছে। রাম লোধার বর্তমান প্রজন্ম এই মুহূর্তে পুজোর সঙ্গে যুক্ত। বংশধরেরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে পুজোর দায়িত্ব পালন করে আসছেন বলে স্থানীয়দের দাবি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরও তৈরি হয়। মন্দির ঘিরে রাজা ও তাঁর হারিয়ে যাওয়া মহিষের একটি লোককথাও প্রচলিত রয়েছে। কথিত আছে, রাজার একটি প্রিয় মহিষ হারিয়ে গিয়েছিল। সেটিকে খুঁজে পাওয়ার জন্য দেবীর কাছে প্রার্থনা করা হয়। সেই প্রার্থনার পরেই মহিষ ফিরে এসেছিল বলে বিশ্বাস। পরে জঙ্গলের ওই অংশ পরিষ্কার করে মন্দির তৈরি করা হয়। এখন ওই মন্দির মার্বেল দিয়ে নবনির্মিত হয়েছে সেখানেই অধিষ্ঠিত দেবী। দুর্গাপুজোর সময় তিনদিন বিশেষ পুজো হয় এই মন্দিরে। অষ্টমীতে বলির রীতি আজও রয়েছে। এছাড়াও নানা লোকায়ত আচার পালিত হয়। পুজো উপলক্ষে তিনদিন এলাকায় মেলা বসে। ঝাড়গ্রামের বিভিন্ন এলাকা ছাড়াও প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা থেকেও ভক্তরা পুজো দেখতে মেলায় হাজির হয়। দেবীর কাছে মানত করলে কেউ ফেরে না। দেবী সেই মানত পূরণ করে। এমন বিশ্বাসও বহু বছর ধরে প্রচলিত বাসিন্দাদের মধ্যে।

আক্রান্ত হুমায়ুন

প্রতিবেদন : পূর্ব যাদবপুর থানার সামনে প্রাক্তন আইপিএস অফিসার ও বিধায়ক হুমায়ুন কবিরের উপর হামলা চালাল বিজেপি-আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। থানায় ঢুকতে যাওয়ার মুখে ১৫-২০ জন হুমায়ুনকে টেনে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারে। কোনও ক্রমে প্রাণ হাতে নিয়ে তিনি থানার ভেতর ঢোকেন। সমাজ মাধ্যমে প্রাক্তন বিধায়ক জানিয়েছেন, তিনি থানায় আটক থাকা বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীদীপ দাস, প্রীতম পাণ্ডেদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। সেই সময় থানার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা বিজেপির গুন্ডারা তাঁকে ঘিরে ধরে। এরপর অন্ধকারে টেনে নিয়ে গিয়ে হামলা চালায় বিজেপি-র ওই গুন্ডারা।

বর্ধমানের নবাবহাট এলাকায় ভুল চিকিৎসায় শিশুমৃত্যুর ঘটনায় ভুয়ো চিকিৎসককে আটক করা হয়েছে। ধৃতকে বুধবার বর্ধমান থানায় নিয়ে যাওয়া হয়

এসি ফার্স্ট ক্লাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে ইঁদুর, রেলের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

প্রতিবেদন : ট্রেনের এসি ফার্স্ট ক্লাসেও ইঁদুরের উপদ্রব! রেলের সাধারণ বা স্লিপার কামরায় ইঁদুরের উপদ্রবের কথা প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু তাই বলে ফার্স্ট ক্লাসে! গত তিন দিন ধরে পাটলিপুত্র এক্সপ্রেস, ইসলামপুর-হাতিয়া এক্সপ্রেস, হাওড়া-কালকা নেতাজি এক্সপ্রেসের মতো একাধিক ট্রেনে এই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন যাত্রীরা। যাত্রীরা বিরক্ত। ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। রেলের নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠেছে। জানা গেছে প্রথম ঘটনাটি ঘটে ৩ অক্টোবর। হাতিয়া-ইসলামপুর এক্সপ্রেসের ফার্স্ট এসি-তে যাত্রার সময়ে ইঁদুরের উৎপাতে সারারাত ঘুমোতে পারেননি এক মহিলা যাত্রী। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে ৪ অক্টোবর রাতে।

হাওড়া-কালকা নেতাজি এক্সপ্রেসের প্রথম শ্রেণির এইচ-ওয়ান কোচে হাওড়া থেকে আলিগড় যাচ্ছিলেন এক যাত্রী। ওই যাত্রী রেলকে অভিযোগে জানিয়েছেন, রাতে ঘুমের সময়ে পরপর দুবার তাঁর হাতের উপর দিয়ে প্রকাণ্ড একটি ইঁদুর চলে যায়। ট্রেনের হাউসকিপারকে বিষয়টি জানালে তিনি বলেন, আমাদের কাছে আরশোলা তাড়ানোর স্প্রে রয়েছে। কিন্তু ইঁদুর তাড়ানোর জন্য কিছু নেই! তৃতীয় ঘটনাটিও ঘটে গত ৪ অক্টোবর রাতে পাটলিপুত্র এক্সপ্রেসে। পাটনা থেকে হাতিয়া যাওয়ার পথে ইঁদুরের অত্যাচারে রাত জাগতে হয় আপার বার্থের এক যাত্রীকে। অন্যদিকে, পালামৌ এক্সপ্রেসের এস-ওয়ান কামরার ৩১ নম্বর বার্থের যাত্রী আরশোলার উপদ্রব নিয়ে রেলের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন।

রক্ত দিতে ২০০ কিমি পাড়ি দিলেন সাত যুবক

প্রতিবেদন : রক্তদান জীবনদান। প্রাণ বাঁচাতে দূরত্ব তুচ্ছ! ২০০ কিলোমিটারের বেশি পথ পেরিয়ে রক্ত দিয়ে রোগীর প্রাণ বাঁচালেন সাত যুবক। প্রমাণ হল রক্তের হয় না কোনও জাত, হয় না কোনও ধর্ম। সেই মানবিকতার টানেই প্রায় ২০০ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে দুর্গাপুরে ছুটে গেলেন মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘির সাত যুবক।

জানা গিয়েছে রোগীর নাম মোমেনা বিবি। বাড়ি সাগরদিঘির ইমামনগর গ্রামে। হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি। ভর্তি হন দুর্গাপুরের এক হাসপাতালে। দ্রুত অস্ত্রোপচার করতে হবে বলে জানান চিকিৎসকেরা। তবে প্রয়োজন ছিল রক্তের। খবর পেয়েই আর এক মুহূর্ত দেরি করেনি সাগরদিঘির ছেলেরা। জীবন-মৃত্যুর মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা মোমেনার প্রাণ বাঁচাতে দুর্গাপুরের উদ্দেশে রওনা দেন সবিরুল ইসলাম, মাসুদুল হোদা, মেহেবুব আলম, বাদশা শেখ, কাজল শেখ, বাপি শেখ ও রাজীব শেখেরা। বাস, ট্রেন বদলে ২০০ কিলোমিটার দূরের হাসপাতালে পৌঁছে যান। সেখানে মোমেনা বিবির অস্ত্রোপচারের জন্য রক্তদান করেন সকলে। চিকিৎসকেরা জানান, সময়মতো রক্ত পাওয়ায় অপারেশন সফল হয়েছে। বর্তমানে স্থিতিশীল রয়েছেন রোগী। এই ঘটনায় আবেগে ভাসছে ইমামনগর-সহ গোটা সাগরদিঘি। স্থানীয়দের কথায়, আজকের দিনে যেখানে মানুষ নিজের পাড়ার হাসপাতালে রক্ত দিতে চায় না। সেখানে এই ছেলেরা এত দূরে গিয়ে রক্ত দিয়ে রোগীর প্রাণ বাঁচাল।

রানিগঞ্জে মহিলার রহস্যমৃত্যু, চাঞ্চল্য

প্রতিবেদন : বাড়ির ভিতর থেকে মধ্যবয়স্ক মহিলার দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়াল। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোলে। মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটনাটি জানাজানি হয়। রানিগঞ্জের জেকে নগর কোলিয়ারি এলাকায় থাকতেন ওই মহিলা। বছর ৫০ বয়সি ওই মহিলার নাম অনিতা দেবী। স্বামীর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই কোনও সম্পর্ক ছিল না। তাঁর সন্তানরা বাইরে থাকেন। আবাসনের ওই বাড়িতে একাই থাকতেন ওই মহিলা। স্থানীয় সূত্রে খবর, সন্ধের পর থেকেই অনিতা দেবীর কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। সন্দেহ হয়েছিল প্রতিবেশীদের। এরপর ওই বাড়িতে গিয়ে স্থানীয়রা দেখতে পান মহিলা পড়ে রয়েছেন। এর পরই খবর দেওয়া হয় পুলিশে। রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। ঘিরে ফেলা হয় আবাসন। দেখা যায়, ঘরের মধ্যে পড়ে রয়েছে মহিলার দেহ। পরনের পোশাকও এলোমেলো। শুধু তাই নয়, ঘরের জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। মহিলার মৃত্যুতে একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। শ্বাসরোধ করে তাঁকে খুন করা হয়েছে? ঘরের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়েছিল? একা থাকার সুযোগে দুষ্কৃতীরা ভিতরে ঢুকেছিল? চুরিতে বাধা পাওয়ায় ওই মহিলাকে খুন করা হয়েছে? নাকি মহিলার মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে তাঁরই কোনও পরিচিত। সবকিছুই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনাস্থল থেকে বিভিন্ন তথ্য ও নমুনা সংগ্রহ করেছে পুলিশ। দেহ পাঠানো হয় ময়নাতদন্তে।

ফের ধস, আতঙ্ক অন্ডালে

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : একদিনের ধস কাটতে না কাটতেই ফের ধস। মাটিতে ধস নামার ঘটনায় ফের তীব্র আতঙ্ক ছড়াল অন্ডালের ইসিএলের কেন্দা এরিয়ার সিএল জামবাদ ইনক্লাইন পাড়া এলাকায়। স্থানীয়দের কথায়, বুধবার দুপুরে ফের ধস নামে। এভাবে একের পর এক ধস নামতে থাকলে যেকোনও মুহূর্তে বড়সড় বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। বাড়িঘর থেকে শুরু করে গোটা এলাকার নিরাপত্তা নিয়েই এখন চরম উদ্বেগে বাসিন্দারা। ধসের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন ইসিএলের আধিকারিকরা। কিন্তু আধিকারিকদের দেখেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। তাঁদের ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি দ্রুত ধসের কারণ খতিয়ে দেখা, নিরাপত্তার ব্যবস্থা এবং স্থায়ী সমাধানের দাবি তোলেন বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দা রাজেশ সাউয়ের অভিযোগ, খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের পর যথাযথভাবে বালি ভরাট না করার কারণেই মাটির নিচের অংশ ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। আর তার জেরেই বারবার ধস নামছে। ইসিএল আধিকারিকদের সামনে ক্ষোভ উগরে দিয়ে দ্রুত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করে নিরাপত্তার ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাসিন্দাদের পুনর্বাসনের দাবি জানান স্থানীয়রা। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। যদিও ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন ইসিএল আধিকারিকরা।

চরম বিপর্যয়। টানা দু'দিন অন্ডালে নামল ধস। আতঙ্কিত স্থানীয়রা।

ডাম্পারে লরির ধাক্কা, আহত ২

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : পানাগড় বাইপাসের সার্ভিস রোডে মাস্টারপাড়া সংলগ্ন আন্ডারপাসের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ডাম্পারের পেছনে সজোড়ে ধাক্কা মারে একটি খালি সিমেন্টের লরি। এই দুর্ঘটনায় লরিতে থাকা দুজন শ্রমিক অল্পবিস্তর আহত হন। বুধবার ঘটে যাওয়া এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, খালি সিমেন্টের লরিটি কলকাতা থেকে কাঁকসার ১১ মাইলের দিকে যাচ্ছিল। মাস্টারপাড়ার কাছে পৌঁছাতেই ট্রাফিক সিগন্যাল লাল হয়ে যায়। তখন চালক ব্রেক কষতে গিয়ে বুঝতে পারেন গাড়ির ব্রেক ফেল করেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে সামনে থাকা একটি ছোট চারচাকা গাড়িকে বাঁচাতে গিয়ে চালক স্টিয়ারিং ডানদিকে ঘুরিয়ে দেন। ফলে লরিটি গিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে সামনে থাকা একটি ডাম্পারের পেছনে এবং নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারের ওপর উঠে যায়।

ঘটনায় লরির চালক ও খালাসি রক্ষা পেলেও, লরিতে থাকা অন্য শ্রমিকদের চোট লাগে। বিকট শব্দ শুনে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁকসা ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ। তারা তৎক্ষণাৎ উদ্ধারকাজ শুরু করে এবং আহত দুই শ্রমিককে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। দুর্ঘটনার ফলে কিছুক্ষণ সার্ভিস রোডে যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। বেশ কিছুক্ষণ পর ক্ষতিগ্রস্ত লরিটিকে রাস্তা থেকে সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।

এক্স-রে মেশিন খারাপ, হাসপাতালে চরম অব্যবস্থার শিকার রোগীরা

প্রতিবেদন : হাসপাতালের এক্স-রে মেশিন বিকল। গত পাঁচ মাস ধরে। হয়রান হতে হচ্ছে রোগীদের। জানা গেছে, পাঁচ মাসের বেশি সময় ধরে দুর্গাপুর স্টিল প্লান্টের (ডিএসপি) মেন হাসপাতালের এক্স-রে মেশিন খারাপ হয়ে রয়েছে। আউটডোরের রোগীদের বাইরে থেকে এক্স-রে করিয়ে আনতে হচ্ছে। হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের অ্যাম্বুল্যান্সে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বাইরে। নতুন এক্স-রে মেশিনের দাবিতে একাধিকবার ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। রোগী ও রোগীর পরিবারের লোকেরা বলছেন, হাসপাতাল থেকে বারেবারে আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে শীঘ্রই চলে আসবে নতুন মেশিন। কিন্তু কোথায় কী! বাইরে থেকে বেশি টাকা দিয়ে এক্স-রে-সহ অন্যান্য পরীক্ষা করাতে হচ্ছে রোগীদের। এতে বাড়ছে ক্ষোভ। কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গরিব মানুষেরাই হাসপাতালে আসেন চিকিৎসা করাতে। এটা ঘটনা, গত পাঁচ মাসে হাসপাতাল-সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগ উঠেছে। চিকিৎসায় গাফিলতিতে বেশ কয়েকটি শিশুমৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। হাসপাতালের অব্যবস্থা নিয়ে কথা উঠেছে। কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই কোনও সুরাহা হয়নি। কোনও কোনও হাসপাতালে আবার মর্গ বিকল হয়ে রয়েছে। এরই মধ্যে জানা গেছে, এর ব্যক্তির পায়ে আঘাত লেগেছিল। হাসপাতালের মেশিন খারাপ থাকায় বাইরে থেকে অনেক বেশি টাকায় এক্স-রে করাতে হয়।

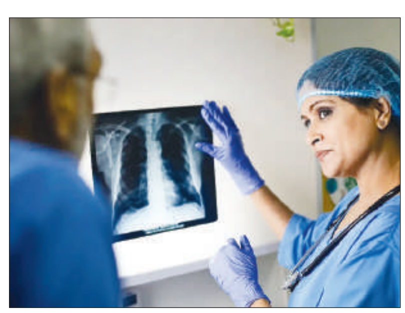

পুজোয় বাড়তি ট্রেন

প্রতিবেদন : পুজোয় রেল দফতর বাড়তি ট্রেন চালাবে। জানা গেছে, লালগোলা সেকশনে ১০ থেকে ২১ অক্টোবর অবধি বাড়তি ট্রেন চলবে। এর মধ্যে ৩৮টি রাতের স্পেশাল ট্রেন। সন্ধের সময়ে ১৩টি স্পেশাল ট্রেন চলবে। এছাড়াও পুজোর দিনগুলিতে দুপুর ২টোর পর চলা মেমু ও ইএমইউ ট্রেনগুলি সব স্টেশনে দাঁড়াবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল।

দিল্লি দরবার

8 October, 2026 • Thursday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পরকীয়ার শাস্তির নামে অমানবিক নির্যাতন মোদিরাজ্যে। সুরেন্দ্রনগরে গাছে বেঁধে যৌন নির্যাতন করা হল এক বিবাহিতা মহিলাকে। যুবককে খেতে বাধ্য করা হল প্রস্রাব

জেগে উঠেছে যুবসমাজ, কঠিন পরিস্থিতিতে তৈরি জেলে যেতেও

অমিত শাহকে কড়া হুঁশিয়ারি দিল সিজেপি

নয়াদিল্লি: অমিত শাহের পুলিশের ধমক-চমক বা সুপরিকল্পিত চাপ যে তাদের আন্দোলনের পথ থেকে কোনও অবস্থাতেই সরিয়ে দিতে পারব না তা সাফ জানিয়ে দিল ককরোচ জনতা পার্টি। বুধবার দিল্লিতে এক যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে সিজেপির যুগ্ম আহ্বায়ক সৌরভ দাস জানান, এ-লড়াই সহজ হবে না। দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে আন্দোলন। জ্ঞানেশ কুমার পদত্যাগ করলেও তারা আন্দোলন থেকে সরে যাবে না। কারণ, তাদের মূল দাবি নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার। তিনি জানান, পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় রবিবারের কর্মসূচির ব্যাপারে অবহিত করা হয়েছে। তবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অনুমতি নেওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। এটা অধিকার। গান্ধীজিও ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে কোনও অনুমতি নিতেন না। সিজেপি নেতা অভিজিৎ দীপকে আগেই হুঁশিয়ারি দেন, কতজনকে গ্রেফতার করবেন অমিত শাহ? ১০ অক্টোবর সারা দেশ যন্তর মন্তরে আসবে। যন্তর মন্তর ২.০ কর্মসূচি সফল হবেই। ওইদিন পুলিশ তাঁদের যেখানেই আটকাবে, সেখানেই যন্তর মন্তর হয়ে উঠবে। সৌরভ দাস সমাজমাধ্যমে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, কর্মসূচির আগেই তাঁকে তো বটেই, অভিজিৎ দীপকে, আশুতোষ রাঙ্কা-সহ কয়েকজনকে গ্রেফতারের ছক করছে পুলিশ। নোটিশ পাঠাচ্ছে আন্দোলনকারীদের। অমিত শাহকে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, সরকার যদি মনে করে এই ধরনের পদক্ষেপ করলে ভয়ে পিছিয়ে যাবেন আন্দোলনকারীরা, তবে তারা মস্ত ভুল করছে। যুবসমাজ জেগে উঠেছে। তারা এ ভুল বরদাস্ত করবে না। সৌরভ জানিয়ে দিয়েছেন, কারাগারে যাওয়া বা আরও কঠিন পরিস্থিতির জন্য তাঁরা প্রস্তুত। কোনও ভাবেই থামানো যাবে না ১০ অক্টোবরের বিক্ষোভ। বিপুল সমাবেশ হবে ওইদিন।

আসলে জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে ২ অক্টোবর মুম্বইয়ের শিবাজি পার্কে ককরোচের দেশব্যাপী আন্দোলনের সূচনায় ব্যাপক সাড়া মেলার পরেই উদ্দীপনায় টগবগ করে ফুটছে দেশের যুবসমাজ। ১০ অক্টোবর দিল্লির যন্তর মন্তরে সিজেপি আন্দোলনের ডাক দেওয়ার পরেই শয়ে শয়ে পড়ুয়া-তরুণ-যুবক আদাজল খেয়ে নেমে পড়েছেন প্রস্তুতিতে। এতেই ঘুম উবেছে অমিত শাহর পুলিশ প্রশাসনের। ২ অক্টোবর থেকে ধারাবাহিকভাবে বিরোধীদের আন্দোলনে কার্যত দিশাহারা দিল্লি পুলিশ। কিন্তু সবচেয়ে বেশি তাদের দুশ্চিন্তা পেয়ে বসেছে ১০ অক্টোবর সিজেপির সমাবেশ নিয়ে। কারণ এই যন্তর মন্তরে দুর্বার পড়ুয়া আন্দোলনের কাছেই মাথা নুইয়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন সেই সময়ের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। নিট-কেলেঙ্কারির প্রতিবাদ করে ঘুম কেড়ে পড়ুয়ারা ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন মোদি সরকারের। সেই কারণেই জ্ঞানেশের অপসারণ বা পদত্যাগের দাবিতে যন্তর-মন্তর ২.০ আন্দোলনের সাফল্য সম্পর্কে গভীর আত্মবিশ্বাসী অভিজিৎ দীপকেরা।

আন্দোলন দমনের নামে মাটিতে আছড়ে ফেলা হল সাংসদ প্রিয়াঙ্কাকে

নির্লজ্জ-বেহায়া শাহর দিল্লি পুলিশ

নয়াদিল্লি: জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে বিরোধীদের আন্দোলন দমন করতে কতটা মরিয়া হয়ে উঠেছে অমিত শাহর পুলিশ এবং এরজন্য কতটা নীচে নেমেছে তারা তার হাতেনাতে প্রমাণ পাওয়া গেল আরও একবার। বুধবার পুলিশের বিরুদ্ধে শারীরিক হেনস্থার অভিযোগ তুললেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। তাঁর অভিযোগ, মাটিতে তাঁকে আছড়ে ফেলে দিয়েছে পুলিশ। খামছে দিয়েছে শরীরে। এদিন প্রতিবাদ চলার সময় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা রাস্তার উপরে শুয়ে পড়ে পুলিশের বিরুদ্ধে উগরে দেন তীব্র ক্ষোভ। তিনি বলেন, আমি এখান থেকে এক ইঞ্চিও নড়ব না। নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে দেখা করার আর্জি জানানো নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সরকার কী আচরণ করছে, তা আজ গোটা দেশ দেখুক। আমাদের শারীরিকভাবে নিগ্রহ করা হচ্ছে। রীতিমতো ক্ষোভে ফেটে পড়ে প্রিয়াঙ্কা অভিযোগ করেন, আমাকে আটক করতে আসা মহিলা পুলিশ কর্মীরা আমাকে মাটিতে আছড়ে ফেলে গা-হাত-পা খামচে দিয়েছে। এই হিংস্রতা বন্ধ করে অবিলম্বে পুলিশ বাহিনীকে সরিয়ে নেওয়া হোক।

বুধবার যন্তর মন্তর অভিমুখে মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ বাধা দেয় রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী-সহ বিরোধী নেতাদের। রাহুলকে টেনে হিঁচড়ে ভ্যানে তোলে পুলিশ। জোর করে ভ্যানে তোলা হয় প্রিয়াঙ্কাকেও। শান্তিপূর্ণই ছিল মিছিল। তবুও রীতিমতো বেয়াদবি করে পুলিশ।

বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকতে বাধ্য নয় প্রাপ্তবয়স্ক কন্যা

স্পষ্ট জানিয়ে দিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট

এলাহাবাদ: সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেলে সে কোথায় থাকবে, কার সঙ্গে থাকবে, তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার একান্তভাবেই তার নিজের। বুঝিয়ে দিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকতে মোটেই বাধ্য নয়। প্রাপ্তবয়স্ক কন্যা তার ইচ্ছেমতো যেখানে খুশি থাকতে পারে, কার সঙ্গে থাকবে, সেটাও তার নিজস্ব ব্যাপার। দেশে নারী-স্বাধীনতার মাত্রা, সীমারেখা নিয়ে যখন বিতর্ক প্রতিনিয়ত, ঠিক তখনই এলাহাবাদ হাইকোর্টের এই পর্যবেক্ষণ নিঃসন্দেহে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

কীসের প্রেক্ষিতে এই পর্যবেক্ষণ এলাহাবাদ হাইকোর্টের? ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু ২৫ বছরের এক তরুণী। তাঁকে নিজেদের কাছে রাখার আর্জি নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁর বাবা। হেবিয়াস কর্পাস আবেদনে নিজের মেয়েকে আদালতে হাজির করার দাবি জানিয়েছিলেন তাঁরা। আবেদনটি করছিলেন পুজা নামে ওই মেয়েটির মা কলাবতী দেবী। সেই আর্জি অনুযায়ী গত ১৭ অগাস্ট পুজাকে হাইকোর্টে হাজির করানোর জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। নির্দেশ মেনে আদালতে হাজির করা হলে পুজা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তিনি সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছাতেই যা করার করেছেন। দিল্লিতে বাস করছেন স্বাধীনভাবে। কেউ তাঁকে কোনওভাবেই জোর করেনি। আইনবহির্ভূতভাবে হেফাজতেও রাখেনি।

এখানেই শেষ নয়, পুজো একথাও আদালতে দ্বিধাহীনভাবে জানিয়ে দেন, মায়ের সঙ্গে তাঁর থাকার ইচ্ছের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। কারণ মায়ের চরম দুর্ব্যবহার। পুজোর অভিযোগ, বাড়িতে তাঁকে প্রায়ই মারধর করতেন মা। সেইসঙ্গে চলত অকথ্য মানসিক নির্যাতন। সব অভিযোগ অস্বীকার করে মা কলাবতীদেবী বলেন, আমি চাই মেয়ে আমার কাছেই বাড়িতে থাকুক। কিন্তু বিচারপতি সন্দীপ জৈনের বক্তব্য, একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে কারও সঙ্গে থাকতে বাধ্য নন। মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক। নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ অধিকার আছে তাঁর। সেই অধিকারেই নিজের পছন্দের জায়গায় নিজের পছন্দের মানুষের সঙ্গে থাকতে পারেন তিনি।

রেপো রেট বৃদ্ধি করল আরবিআই

নয়াদিল্লি : বাজারের অনুমান মতোই বুধবার রেপো রেট ২৫ বেসিস পয়েন্ট (বা ০.২৫ শতাংশ) বাড়ালো রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (আরবিআই)। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারির পর এই প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্য ব্যাঙ্কগুলিকে যে সুদে ঋণ দেয়, সেই রেপো রেট বৃদ্ধি করল। গভর্নর সঞ্জয় মলহোত্রার নেতৃত্বে মনিটারি পলিসি কমিটির (এমপিসি) সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে রেপো রেট ৫.২৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫.৫ শতাংশ করা হয়েছে। ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি, জ্বালানি তেলের বর্ধিত দাম এবং টাকার মূল্যের পতনের প্রেক্ষাপটেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এমপিসির বৈঠকে নিজের বক্তব্যে গভর্নর মলহোত্রা বলেন, বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাণিজ্যে অনিশ্চয়তা এখনও রয়ে গেছে এবং আন্তর্জাতিক সেন্টিমেন্ট দুর্বল রয়েছে।

আপের বিরুদ্ধে বিজেপির ভরসা এখন ইডি-সিবিআই

নয়াদিল্লি : পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানের ক্যাম্প অফিসে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (সিবিআই)-এর হানা রাজ্য রাজনীতিতে এক তীব্র শোরগোল তৈরি করেছে। ২০২৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র সরকার কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করে তাঁর সরকারকে নিশানা করছে বলে অভিযোগ তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মান। মঙ্গলবার সিবিআই-এর এই পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, পাঞ্জাবে নিজের জমি শক্ত করার জন্য বিজেপির মরিয়া মনোভাবেরই প্রমাণ হল এই অভিযান এবং একটি নির্বাচিত সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর একজন অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (ওএসডি) এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের যুক্ত থাকার অভিযোগে একটি দুর্নীতির মামলা দায়ের করার পর এই তল্লাশি চালায় সিবিআই। ইডি-র জমা দেওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের নির্দেশেই সিবিআই এই তদন্ত শুরু করে। তবে মুখ্যমন্ত্রী মানের কাছে এই অভিযানের সময়কালই মূল রাজনৈতিক আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। তিনি অভিযোগ করেন যে, বিজেপির পাঞ্জাবের নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই এই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে এবং সিবিআই হানার পর এখন ইডি ও সিবিআইকে ব্যবহার করে পাঞ্জাব সরকার ও তাঁকে বদনাম করার চেষ্টা করা হবে। কৃষক আন্দোলন, রাজ্যের জলের অধিকার থেকে শুরু করে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ইস্যু— প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজেপি পাঞ্জাবকে পাশ কাটিয়ে গেছে বলে দাবি করে তিনি জানান, সাধারণ মানুষের সমর্থন দেখে বিজেপি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অ-প্রতিসম জৈব সংশ্লেষে অ-সরলরৈখিক প্রভাব এবং স্ব-অণুঘটন আবিষ্কারের সূত্রে এই বছর রসায়নে নোবেল পুরস্কার পাচ্ছেন ফ্রান্সের অঁরি বরিস কাগান এবং জাপানের কেনসো সোয়াই। ঘোষণা করেছে রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি

রাজধানীর রাজপথের দখল বিরোধীদের

'ভোট চোর গদি ছোড়'! মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে গোটা দেশের রোষ আছড়ে পড়ছে রাজধানী দিল্লির রাজপথে। কংগ্রেস, তৃণমূল-সহ দেশের বিরোধী সাংসদেরা মোদি সরকারের ভোটচুরির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধ। জ্ঞানেশ কুমার পদত্যাগ না করা পর্যন্ত রাজনৈতিক আন্দোলন জারি থাকবে বলে ঘোষণা করেছেন বিরোধীরা। অবিলম্বে জ্ঞানেশের অপসারণ ও ভোটচুরি রোখার দাবিতে বুধবার দিল্লি প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি দেবেন্দর যাদবের নেতৃত্বে পঞ্চকুয়াঁ মার্গ থেকে কনটপ্লেস পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। একের পর এক বিক্ষোভকারীকে আটক করে প্রিজন ভানে তুলে নিয়ে যায় দিল্লি পুলিশ। এদিকে দিল্লি কংগ্রেস জানিয়েছে, নির্বাচন কমিশন যতক্ষণ পর্যন্ত নিরপেক্ষতা বজায় রাখার আশ্বাস না দিচ্ছে এবং জ্ঞানেশ কুমার পদত্যাগ না করছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত রাজপথে এই আন্দোলন জারি থাকবে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে ইন্ডিয়া শিবিরের অন্তর্ভুক্ত বিরোধীরাই শুধু নয়, এই প্রথম নবীন পট্টনায়কের বিজু জনতা দলও প্রতিবাদে সমর্থন জানিয়ে এগিয়ে এসেছে এবং দেশের ৬৪ শতাংশ মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী সাংসদেরা প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাতের দাবিতে একটি নতুন চিঠিতে সই করবেন বলে দাবি করছে বিরোধী শিবির। এদিকে মঙ্গলবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন চলাকালীন দিল্লির আকাশবাণী ভবনে জোর করে প্রবেশের অভিযোগে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা রাহুল গান্ধী, প্রিয়ঙ্কা বঢরা-সহ বহু বিরোধী নেতার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে দিল্লি পুলিশ।

বিক্ষোভে উত্তাল ফ্রান্স, উত্তেজনা বাড়ল মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্যে

প্যারিস: বিক্ষোভে উত্তাল হল ফ্রান্স। ইউরোপের এই দেশের স্কুলগুলিতে পর্যাপ্ত সরকারি অনুদান, জরাজীর্ণ ক্লাসরুমের সংস্কার এবং পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে গত সেপ্টেম্বর থেকে ক্ষোভ দেখানো চলছে। মঙ্গলবার সেই কর্মসূচি রূপ নিল নজিরবিহীন ক্ষোভের জনসমুদ্রে। ফরাসি সরকারের হিসাব অনুযায়ী, মঙ্গলবার দেশ জুড়ে আড়াই লক্ষের বেশি শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবক একযোগে রাজপথে নেমে সরকারি অব্যবস্থার বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ জানান। আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে ফরাসি পুলিশ কাঁদানে গ্যাস, রবার বুলেট ও গ্রেনেড ব্যবহার করে। এদিকে ফ্রান্সের এই বিক্ষোভ যখন ইউরোপ ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচনার কেন্দ্রে, ঠিক তখনই আগুনে ঘি ঢেলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সমাজমাধ্যম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ এক বিস্ফোরক বার্তায় ট্রাম্পের দাবি, ফ্রান্সের পড়ুয়াদের এই প্রতিবাদ আদৌ শিক্ষার অধিকারের লড়াই নয়, বরং 'অনিয়ন্ত্রিত অভিবাসন' এবং একটি ঐতিহ্যশালী দেশের দখল নেওয়ার জন্য ইসলামপন্থীদের অপচেষ্টা।

আমেরিকায় মধ্যবর্তী নির্বাচনের মুখে অভিবাসন ইস্যু উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এই বিতর্কিত মন্তব্য আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে চরম উত্তাপ ছড়িয়েছে। যদিও খোদ ফরাসি প্রশাসন, আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক ও আন্দোলনকারী পড়ুয়া সংগঠনগুলি ট্রাম্পের এই ধর্মীয় মেরুকরণের দাবিকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও উসকানিমূলক বলে উড়িয়ে দিয়েছে। ফরাসি প্রতিনিধিদের বক্তব্য, আন্দোলনকারীদের মূল অসন্তোষ বিদ্যালয়ের কঙ্কালসার পরিকাঠামো, শিক্ষকসংকট এবং ফরাসি সরকারের বাজেট ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে। এর সঙ্গে ধর্মীয় পরিচিতিকে মেলানো অর্থহীন। ট্রাম্পের মন্তব্য সারবত্তাহীন।

অন্যদিকে, এই রাজনৈতিক তরজার মধ্যেই ফ্রান্সে পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষ ক্রমেই রক্তক্ষয়ী রূপ নিচ্ছে। যা ম্যাক্রোঁ প্রশাসনের উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। বিক্ষোভ সম্পর্কে ফরাসি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার দেশ জুড়ে মোট ২ লক্ষ ৬৬ হাজার মানুষ বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দেন। কেবল রাজধানী প্যারিসেই পথে নামেন প্রায় ৫৬ হাজার মানুষ। মার্সেই, স্ত্রাসবুর ও লিলের মতো শহরগুলিতেও ব্যানার, পোস্টার ও পতাকা হাতে পথে নামেন হাজার হাজার পড়ুয়া ও সাধারণ নাগরিক। প্যারিসের ২০ নম্বর ডিস্ট্রিক্টের লিসে এলেন বুশে স্কুলের পড়ুয়ারা ডাস্টবিন ও বাইসাইকেল উল্টে রাস্তা আটকে অস্থায়ী ব্যারিকেড তৈরি করে। বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণ হলেও প্রায় ৫০০ জন বিক্ষোভকারীকে আটক করা হয়। সব মিলিয়ে গত দু'সপ্তাহে আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য অন্তত ৬,৫০০ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ, যাদের সিংহভাগই অপ্রাপ্তবয়স্ক স্কুলপড়ুয়া। আন্দোলন দমনে পুলিশের অতিসক্রিয়তা ও মারাত্মক অস্ত্রের ব্যবহারে অভিযোগ উঠছে। যা নিয়ে ক্ষুব্ধ ফরাসি নাগরিকেরা।

ভোটচুরি বিতর্ক ও বিরোধী বিক্ষোভের চাপে ফের সফর স্থগিত

নয়াদিল্লি: দেশজুড়ে ভোটচুরির খলনায়ক এখন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। রাজধানীতে প্রতিবাদের ঢেউ উঠেছে। বিরোধী দল থেকে নাগরিক সমাজের ক্ষোভ আছড়ে পড়ছে দিল্লিতে। এই চাপের মুখে জ্ঞানেশ কুমার ও নির্বাচন কমিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ৭ ও ৮ অক্টোবরের নির্ধারিত দুইদিনের ছত্তিশগড় সফর স্থগিত হল। "অনিবার্য কারণবশত" সফর স্থগিত করা হয়েছে বলে রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভোটার তালিকার 'বিশেষ নিবিড় সংশোধন' (এসআইআর) এবং ফর্ম-৬ সংক্রান্ত পরিবর্তনের অভিযোগ তুলে বিরোধীরা নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন জোরদার করেছে। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব এনে লোকসভায় নোটিশ দেওয়ার জল্পনা চলছে এবং সুপ্রিম কোর্টেও বেশ কিছু আবেদন বিচারাধীন রয়েছে। এই উত্তপ্ত আবহের মধ্যেই সফরটি স্থগিত হল। জানা গেছে, নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী জ্ঞানেশ কুমারের দান্তেওয়াড়ার দান্তেশ্বরী মাতা মন্দির, বস্তারের চিত্রকাট জলপ্রপাত এবং কাসারধাম জেলার ভোরমদেব মন্দির দর্শনে যাওয়ার কথা ছিল। সফর উপলক্ষ্যে ছত্তিশগড় সরকার তাঁকে "রাজ্য অতিথি" (স্টেট গেস্ট) মর্যাদা দিয়েছিল। রায়পুর প্রশাসন, পুলিশ এবং স্বামী বিবেকানন্দ বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ তাঁর অভ্যর্থনা ও নিরাপত্তার প্রস্তুতিও শুরু করে দেয়। তবে রাজ্য সিইও কার্যালয় জানিয়েছে যে নতুন কোনো তারিখ এখনও চূড়ান্ত হয়নি। ভারতের নির্বাচন কমিশন থেকে সংশোধিত সূচি পাওয়ার পর আলাদাভাবে তা জানিয়ে দেওয়া হবে। নির্বাচন কমিশনকে ঘিরে চলমান বিতর্কের মাঝে জ্ঞানেশ কুমারের সফর স্থগিত হওয়ার ঘটনা এটিই প্রথম নয়; এর আগেও উত্তরপ্রদেশের মিরাট ও বারাণসী এবং লাদাখ, হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড সফর একইভাবে স্থগিত করা হয়েছিল। মঙ্গলবার দিল্লিতে বিরোধী দলগুলির হাই-ভোল্টেজ বিক্ষোভের পরেই এই স্থগিতাদেশের ঘটনা ঘটল। নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ের কাছে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে আট ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে অবস্থান বিক্ষোভ চলে।

কাছে দূরে

8 October, 2026 • Thursday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পুজোয় যেতে পারেন দার্জিলিং। পাহাড়ি শহরে দুর্গাপুজো হয় শান্ত এবং আন্তরিক পরিবেশে। বড় বাজেটের থিমের পুজোর চেয়ে ঐতিহ্যবাহী এবং পারিবারিক পুজোই দেখা যায় বেশি। স্থানীয় নেপালি, ভুটিয়া এবং বাঙালি সংস্কৃতির সুন্দর মিশ্রণ দেখা যায়

পুজোর ভ্রমণ ৭

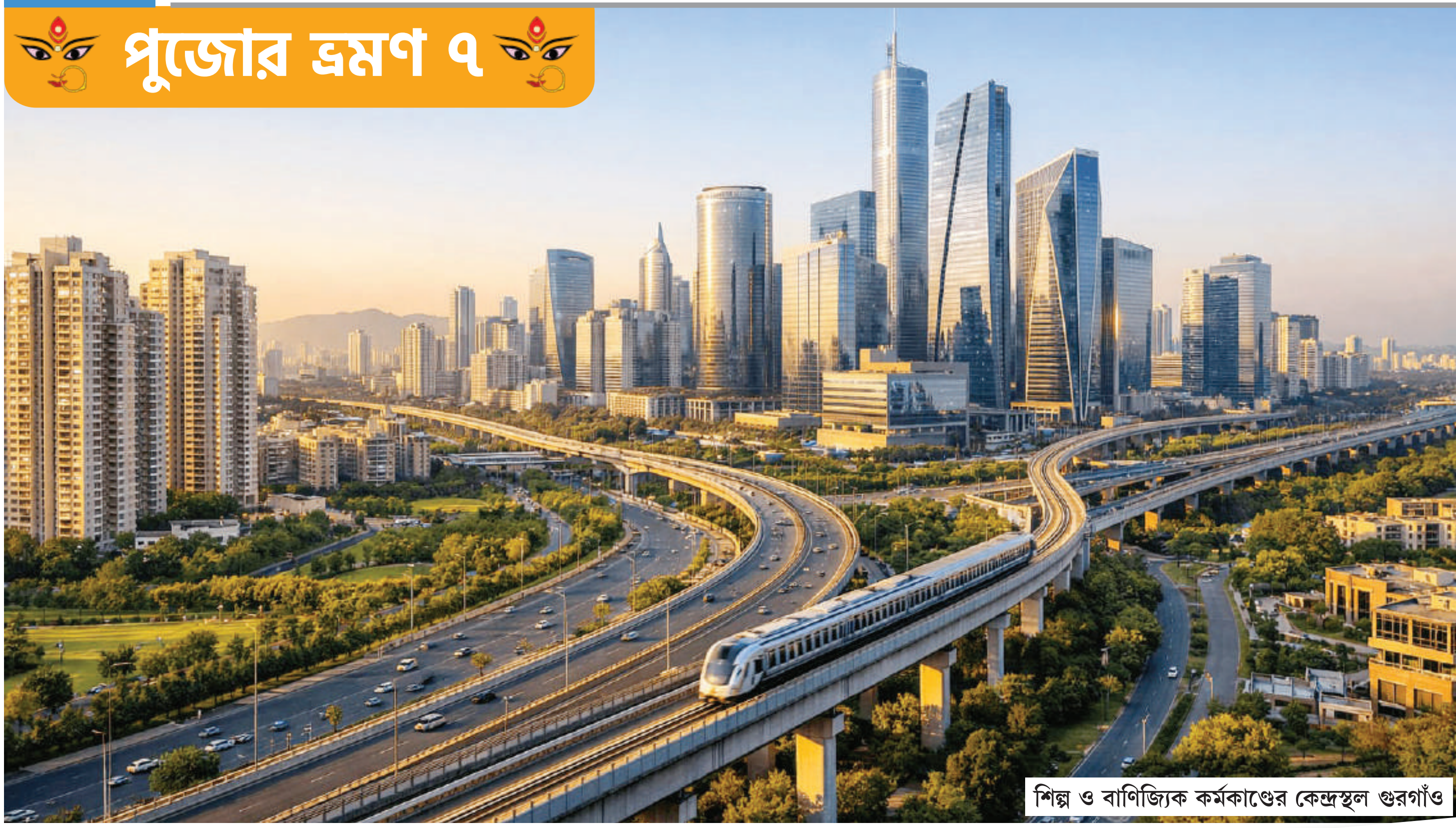

শিল্প ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল গুরগাঁও

ঘুরে আসুন গুরগাঁও

ভারতের আর্থিক ও প্রযুক্তিগত কেন্দ্র গুরগাঁও। পর্যটকেদের খুব পছন্দের জায়গা। আছে বেশকিছু দর্শনীয় স্থান। বিনোদন কেন্দ্র, জাদুঘর, উদ্যান ইত্যাদি। পুজোর সময় সপরিবার ঘুরে আসতে পারেন। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

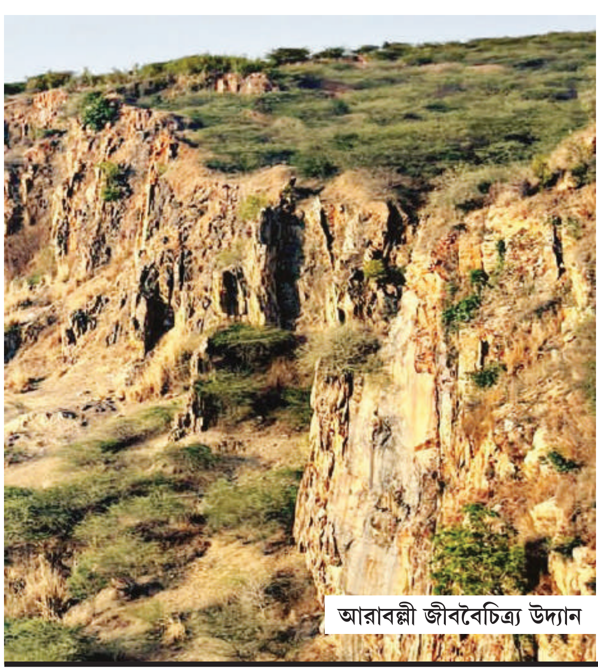

আরাবল্লী জীববৈচিত্র্য উদ্যান

দিল্লির কাছে উত্তর ভারতে অবস্থিত একটি ঝাঁ-চকচকে শহর গুরগাঁও। ভারতের আর্থিক ও প্রযুক্তিগত কেন্দ্র। পর্যটকদের খুব পছন্দের জায়গা। আছে বেশকিছু দর্শনীয় স্থান। বিনোদন কেন্দ্র, জাদুঘর, শপিং মল ইত্যাদি। স্থানীয় অধিবাসীরা মূলত হিন্দুধর্মাবলম্বী। সেইসঙ্গে এখানে ইসলাম, বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, খ্রিস্টধর্ম ইত্যাদিও প্রচলিত আছে।

গুরু দ্রোণাচার্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য গুরগাঁওয়ে একটি বিখ্যাত মন্দির নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। এই স্থানটি শীতলামাতা মন্দির নামে পরিচিত, যা অত্যন্ত বিখ্যাত এবং গুরগাঁওয়ের ধর্মীয় পর্যটন স্থানগুলির তালিকায় শীর্ষে রয়েছে।

সুলতানপুর পাখি অভয়ারণ্য

শীতলামাতা মন্দির

ক্রিকেট, ফুটবল, বাস্কেটবল, অ্যাথলেটিক্স এবং ফুটবলকে উৎসাহিত করার জন্য তাও দেবী লাল স্টেডিয়াম এবং নেহেরু স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে।

অবশ্যই ঘুরে দেখবেন সাইবার হাব। এর চমৎকার নকশা, খোলামেলা প্রশস্ত স্থাপত্য, সুপরিকল্পিত পরিকাঠামো এবং সেই সঙ্গে স্বচ্ছন্দ পরিবেশ এক ভিন্ন অনুভূতি দেবে। হাবটি সবসময় কর্মচঞ্চল থাকে, যেখানে খাওয়াদাওয়ার প্রচুর বিকল্প রয়েছে এবং হার্ড ফক ক্যাফে, ডাঙ্কিন ডোনাটস কোম্পানির মতো বিখ্যাত জায়গা ও একটি খোলা অ্যাম্ফিথিয়েটার আছে, যেখানে সপ্তাহান্তে সাংস্কৃতিক শিল্প প্রদর্শনী এবং কনসার্টের আয়োজন করা হয়।

যদি ভেবে থাকেন গুরগাঁও মানেই শুধু শহুরে জীবন, তা হলে পুরোপুরি ভুল। গুরগাঁওয়ে অবস্থিত আরাবল্লী জীববৈচিত্র্য উদ্যানটি ৯০টিরও বেশি প্রজাতির প্রজাপতি, ১৯০ প্রজাতির পাখি এবং গুই সাপ, সাপ, গিরগিটি, শিয়াল, নীলগাই ও সজারুর আবাসস্থল। এখানে সাইকেল চালিয়ে বা হাইকিং করে একটি দিন কাটানো যায়।

যদি উপজাতিদের প্রাচীন শিল্প ও ঐতিহ্যের এমন এক ভান্ডার আবিষ্কার করতে চান, যা প্রায়শই উপেক্ষিত ও অবহেলিত, তবে গুরগাঁও-এর ট্রাইবাল আর্ট মিউজিয়ামে যাওয়া উচিত। শহরের পুরোনো অংশে অবস্থিত এই জাদুঘরে ভারতীয় লোকশিল্প, উপজাতীয় এবং উপেক্ষিত শিল্পের এক বৈচিত্র্যময় সংগ্রহ রয়েছে। এই জাদুঘরে গুজরাট, বাংলা এবং পাঞ্জাবের বিভিন্ন উপকরণে তৈরি হস্তশিল্প প্রদর্শিত আছে।

আপনি যদি গাড়িপ্রেমী হন, তবে ঐতিহ্য পরিবহণ জাদুঘর আপনার জন্য এক দারুণ অভিজ্ঞতা হবে। ভারতের প্রথম পরিবহণ জাদুঘর হিসেবে, ৯০,০০০ বর্গফুট জুড়ে বিস্তৃত এই জাদুঘরটিতে রয়েছে ১৯৩২ সালের শেভ্রোলেট, ১৯২৪ সালের ফোর্ড এবং পুরোনো দিনের পেট্রোল পাম্পের মতো কালজয়ী ক্লাসিক গাড়ি। পাশাপাশি পুনরুদ্ধার করা রেলপথ। এখানে পুরোনো গাড়ি, পরিবহণের বিভিন্ন সরঞ্জাম এবং বিমানচালনার ইতিহাসের অনেক প্রদর্শনী রয়েছে। এই প্রদর্শনীগুলো আপনাকে অবশ্যই স্মৃতির জগতে নিয়ে যাবে।

শিশমহল এখানকার অন্যতম প্রাচীন একটি ঐতিহ্যবাহী দর্শনীয় স্থান, যা কোনওভাবেই এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। এটা একসময় ফারুকনগরের নবাবের বাসস্থান ছিল এবং স্থাপত্য সৌন্দর্যের এক অনবদ্য নিদর্শন। লাল বেলেপাথর দিয়ে নির্মিত এই প্রাসাদটিতে ২১টি দরজা রয়েছে এবং এর প্রতিটি অংশ কাচের কারুকার্য দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো, যা এক ঝলমলে স্বপ্নের জগতে নিয়ে যায়।

পাখি দেখতে যদি ভালো লাগে, তবে সুলতানপুর পাখি অভয়ারণ্য অবশ্যই যাওয়া উচিত, যা বহু পরিযায়ী পাখির পাশাপাশি দেশীয় প্রজাতির পাখিরও আবাসস্থল। উষ্ণ ঋতুতে এখানে বিদেশি পাখিদের ঝাঁক বেঁধে আসতে দেখা যায় এবং সেই দৃশ্য সত্যিই মনোমুগ্ধকর।

গুরগাঁও শুধুমাত্র ঐতিহ্যবাহী অভিজ্ঞতার জন্যই প্রসিদ্ধ নয়, বরং রোমাঞ্চকর পরিবেশ এবং পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর জন্যও বেছে নেওয়া যেতে পারে। গুরগাঁওয়ে থাকাকালীন ঘুরে দেখতে হবে সোহনা পাওয়ার প্যারাগ্লাইডিং। জায়গাটি দর্শনার্থীদের বিস্ময়কর পরিবেশ এবং আশ্চর্যজনক অভিজ্ঞতা দেয়। রোমাঞ্চপ্রেমীদের অবশ্যই দামদামায় রক ক্লাইম্বিং করা উচিত। মুঘল জীবনধারার আবহ এবং ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতি নিয়ে পুরানো দিল্লির শাহজাহান বাইসাইকেল ট্যুর একটি সুন্দর ভ্রমণের সুযোগ করে দেয়। বোটানিক্স নেচার রিসোর্ট রাত কাটানোর জন্য একটি আদর্শ গন্তব্য, যেখানে রয়েছে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা। এখানে দড়ি টানাটানির মতো মজাদার কার্যকলাপের ব্যবস্থা রয়েছে। হাতে সময় নিয়ে ঘুরে আসা যায় নতুন এবং পুরানো দিল্লির দর্শনীয় স্থানগুলো।

গুরগাঁওয়ে প্রচুর বাঙালি থাকেন। অনেক জায়গায় দুর্গাপুজো হয়। ফলে পুজোর সময় সপরিবার দু-চার দিন কাটিয়ে এলে ভালোই লাগবে।

■ কীভাবে যাবেন?

নতুন দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গুরগাঁও খুব কাছে। মাত্র ২৮ কিলোমিটার দূরে। খেরিয়া বিমানবন্দরেও নামা যায়। রেলপথে গেলে গড়ি হরসারু এবং গুরগাঁও স্টেশনে নামতে হবে। গুরগাঁও এবং অন্যান্য প্রধান শহরগুলির মধ্যে নিয়মিত বাস চলাচল করতে দেখা যায়। সরকারি এবং বেসরকারি উভয় ধরনের বাসই রয়েছে। ট্যাক্সি পরিষেবাও চমৎকার।

■ কোথায় থাকবেন?

শিল্প ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল হিসেবে গুরগাঁও সারা দেশে পরিচিত। এখানে সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং আরও অনেক কিছু রয়েছে। ফলে এখানে রয়েছে বেশকিছু হোটেল এবং গেস্ট হাউস। থাকা খাওয়ার কোনও অসুবিধা হবে না। অবশ্যই নিতে হবে স্থানীয় খাবারের স্বাদ। স্থানটি যতই উন্নত হোক না কেন, প্রতারক ও চোরদের খপ্পরে পড়ার সম্ভাবনা সবসময়ই থাকে। তাই, প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

চেকদের বিরুদ্ধে জোড়া গোলের উল্লাস কেনের

এক নজরে বিশ্ব ময়দান...

নীল-সাদা জার্সিতে শেষবার। মাঠে নিজের ছবিতে রাঙানো লেজার শো দেখছেন মেসি।

মেসির বিদায়ী ম্যাচের পর হাসি এবং কান্না। এনজোর চোখে জল, আলভারেজ-ডি'পলরা হাসিমুখে বিদায় জানাচ্ছেন কিংবদন্তিকে।

আর্জেন্টিনার জার্সিতে শেষ গোল করছেন মেসি।

রায়ানের পাস থেকেই থাপার গোল, উরুগুয়ে ম্যাচে সমর্থকদের অভিবাদন গ্রহণ করছেন ভারতের দুই তারকা।

নতুন অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানাকে নিয়ে জাতীয় নির্বাচকদের প্রথম বৈঠক।

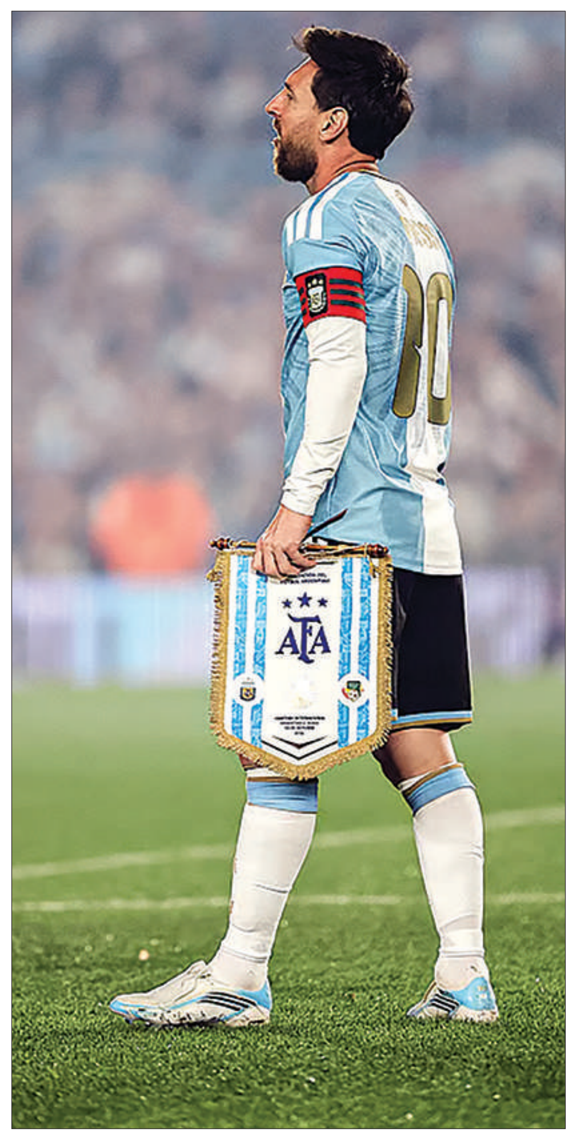

আর্জেন্টিনার জাতীয় দলের স্মারক হাতে শেষ বার মাঠে জাদুকর।

মাঠে ময়দানে
8 October, 2026 • Thursday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসকে শীর্ষে নিয়ে যেতে চান সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

নিয়মিত দল নির্বাচনী বৈঠকে থাকবেন লক্ষ্মণ

লক্ষ্মণকে রেখেই নিউজিল্যান্ড সিরিজের দল নির্বাচনী বৈঠক। —ফাইল চিত্র

মুম্বই, ৭ অক্টোবর : নির্বাচক না হয়েও এবার থেকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সিনিয়র দলের প্রতিটি নির্বাচনী বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন ভিভিএস লক্ষ্মণ। এমনটাই জানিয়েছেন বোর্ড সচিব দেবজিৎ শাইকিয়া। ক্রিকেটারদের চোট, ফিটনেস এবং পুনর্বাসন নিয়ে নির্বাচক কমিটি ও সেন্টার অফ এক্সিলেন্সের (সিওই) মধ্যে যেন কোনও ভুল বোঝাবুঝি না থাকে, সেটা নিশ্চিত করতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিসিআই।

বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, লক্ষ্মণকে রাখার মূল লক্ষ্য হল যোগাযোগের ফাঁকটা পুরোপুরি বন্ধ করা। তাই এখন থেকে নির্বাচক কমিটির সব বৈঠকে লক্ষ্মণ থাকবেন, যাতে নির্বাচক এবং সিওই-র সঙ্গে কোনও ভুল বোঝাবুঝি না হয়। গুয়াহাটিতে মঙ্গলবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের টি-টোয়েন্টি সিরিজ এবং ভারত 'এ' দলের সফরের জন্য দল বাছাইয়ের বৈঠকে প্রথমবার লক্ষ্মণকে দেখা গিয়েছে। এছাড়া বৈঠকে ছিলেন বোর্ড সচিব শাইকিয়া এবং নির্বাচক কমিটির সদস্য প্রজ্ঞান ওঝা, এস এস দাস অজয় রাত্রা ও আর পি সিংহ। আর পরেই স্পষ্ট হয়ে যায়, ভবিষ্যতে শুধু চোট পাওয়া ক্রিকেটারদের পরিস্থিতি নিয়ে তথ্য দেওয়ার জন্য নয়, দল নির্বাচনের গোটা প্রক্রিয়ার সঙ্গেই আরও সরাসরি যুক্ত থাকবেন লক্ষ্মণ।

অতীতে বিসিআইয়ের প্রাক্তন প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকর এবং লক্ষ্মণের মধ্যে ক্রিকেটারদের ফিটনেস সংক্রান্ত তথ্য নিয়ে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। আগরকর মনে করেছিলেন, চোট পাওয়া ক্রিকেটারদের প্রত্যাবর্তনের সময়সীমা নিয়ে সিওই-র কাছ থেকে সব সময় পরিষ্কার তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। লক্ষ্মণ অবশ্য সেই অভিযোগ পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়েছিলেন। ফলে নির্বাচক এবং সিওই-র মধ্যে যোগাযোগের বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। সেই সমস্যার সমাধান করতেই লক্ষ্মণকে সরাসরি নির্বাচনী বৈঠকের অংশ করে নিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডে।

বোর্ড সচিব দেবজিৎ শাইকিয়া জানান, এটা স্বচ্ছতার বিষয় নয়। আসলে নির্বাচকেরা যাতে ক্রিকেটারদের বিষয়ে সম্পূর্ণ এবং সঠিক তথ্য পান, সেটার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষ করে তাঁদের চোট ও ফিটনেসের অবস্থা সম্পর্কে সঠিক তথ্য থাকলে নির্বাচকেরা আরও ভালো করে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

জিততে হলে সেরা ক্রিকেট খেলতেই হবে, বলছেন হোপ

রাঁচি, ৭ অক্টোবর : প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ভারতের কাছে হারের পর নিজেদের ভুল স্বীকার করে নিলেন ওয়েস্টইন্ডিজ অধিনায়ক শাই হোপ। তাঁর মতে, ভারতের ঘরের মাঠে তাদের বিরুদ্ধে জিততে হলে নিজেদের সেরা ক্রিকেট খেলতেই হবে। ওরা খুব কঠিন প্রতিপক্ষ। তাই নিশ্চিত করতে হবে, আমাদের

ভুলের চেয়ে সঠিক সিদ্ধান্তের সংখ্যা যেন বেশি হয়। কিন্তু আমরা সেটা করতে পারিনি। আমাদের দলের অনেক ক্রিকেটারই আইপিএল খেলেছে, আগেও ভারতে সফরে এসেছে। সেইসব অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে এবং পরের ম্যাচে ভালোভাবে কামব্যাক করতে হবে। যদিও ১৭১ রানকে খুব খারাপ স্কোর মনে করছেন না ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক। তবে ভারতের মতো দলের বিরুদ্ধে এই রান যথেষ্ট নয়। তাঁর মতে, ভারতের পিচে প্রথমে ব্যাট করে বড়ো রান না করলে বোলারদের জন্য কাজটা কঠিন হয়ে যায়। ১৭০ রান নিয়ে যখন বল করতে হয় এবং মাঠে শিশির পড়ে, তখন বল অনেক বেশি ভিজে যায়। যেটা বোলাদের বড় সমস্যায় ফেলে। আর পিচও ব্যাটিংয়ের জন্য আরও সহজ হয়ে ওঠে। ফলে বোলিং দলের সমস্যা বাড়ে।

হরমনপ্রীত-স্মৃতির সম্পর্ক নিয়ে চর্চা

মুম্বই, ৭ অক্টোবর : গত বছরই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশকে বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন। ক'দিন আগেই একসঙ্গে এশিয়ান গেমসে সোনা জিতেছেন। কিন্তু এখন দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক নাকি বেশ খারাপ। এমনকী দু'জনের চোখাচোখিও বন্ধ। কথা হচ্ছে হরমনপ্রীত কৌর ও স্মৃতি মান্ধানাকে নিয়ে। সব ধরনের ফরম্যাটে ভারতের অধিনায়কের পদ থেকে সরে যাওয়ার কথা মঙ্গলবার ঘোষণা করেছিলেন হরমনপ্রীত। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অধিনায়ক করা হয় স্মৃতিকে। এরপরই নতুন তথ্য প্রকাশ্যে আসায় শোরগোল ভারতীয় ক্রিকেটমহলে। স্মৃতি ও হরমনের তিক্ত সম্পর্কের জেরে নাকি ভারতীয় দলেও বিভাজন তৈরি হয়েছে।

প্রশ্ন উঠছে, এশিয়াডে সোনা জেতার পরই কেন নেতৃত্ব ছাড়লেন হরমনপ্রীত? সংবাদসংস্থা পিটিআইকে ভারতীয় বোর্ডের এক সূত্র বলেছেন, এখন ওদের দু'জনের মধ্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ! ফলে দলের মধ্যে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। স্মৃতি অনেক দিন ধরেই ভারতীয় দলের নেতৃত্ব চাইছিলেন। কিন্তু নির্বাচকেরা সে-ব্যাপারে কোনও উৎসাহ দেখাচ্ছিলেন না। ভারতকে প্রথমবার আইসিসি ট্রফি জেতানো হরমনপ্রীতের উপরই ভরসা রেখেছিলেন নির্বাচকেরা। যা অসন্তোষ বাড়িয়েছিল স্মৃতির।

কয়েক মাস আগে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের বিদায়ের পরই দু'জনের সম্পর্কের ফাটল তীব্র হয়। তার পরেও এশিয়ান গেমসে খেতাব ধরে রাখার লক্ষ্যে ৩৭ বছরের হরমনের হাতেই থাকে নেতৃত্বের ব্যাটন। তাঁকে টেস্ট এবং ওয়ান ডে দলের নেতৃত্বে রেখে টি-টোয়েন্টির নেতৃত্ব ছাড়তে বলা হয়। হরমন রাজি হননি। শেষ পর্যন্ত সব ফরম্যাটেরই দায়িত্ব ছাড়ার কথা জানান। নির্বাচকেরা তা মেনে নেন। স্মৃতি তৈরি থাকায় নতুন অধিনায়ক ঘোষণায় দেরি হয়নি।

আইএসএল সোনি ও ইউটিউবে

মুম্বই, ৭ অক্টোবর : না, আর কোনওরকম সাবস্ক্রিপশন করতে হবে না। এবার ইউটিউবেই সম্পূর্ণ বিনামূল্যেই দেখা যাবে আইএসএল। ২০২৬-'২৭ মরশুমে ডিজিটাল পার্টনার হিসেবে ইউটিউবের সঙ্গেই গাঁটছড়া বেঁধেছে লিগ কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি, সম্প্রচার পার্টনার হিসেবে থাকছে সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক এবং সোনি লাইভ। তারাও সবকটি (১৬৩টি) ম্যাচই সরাসরি সম্প্রচার করবে। ২০২৬-'২৭ মরশুমে পুরানো ছন্দে ফিরছে আইএসএল।

পরীক্ষা ভারতের : রাশিয়ার বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার কিশোরভারতী ক্রীড়াঙ্গনে প্রীতি ম্যাচ খেলতে নামছে ভারতীয় মহিলা ফুটবল দল। সঙ্গীতা বাসফোরদের সামনে কঠিন পরীক্ষা। বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ৬৯ নম্বরে রয়েছে ভারতীয় মহিলা দল।

শ্রেয়স ছন্দে ফেরায় খুশি গাভাসকর

মুম্বই, ৭ অক্টোবর : দীর্ঘ অপেক্ষার পরে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে নিজের প্রথম সেঞ্চুরি। আর সেই শতরানেই যেন যাবতীয় সমালোচনার জবাব দিয়েছেন শ্রেয়স আইয়ার। তাঁর এই ইনিংসকে শুধু ম্যাচ জেতানো শতরান হিসাবেই দেখছেন না সুনীল গাভাসকর। ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটারের মতে, শ্রেয়স লখনউতে যেভাবে ব্যাট করেছেন, সেটা ছন্দে ফেরার জোরালো ইঙ্গিত।

শ্রেয়সের দুরন্ত ইনিংসের প্রশংসা করতে গিয়ে গাভাসকার বলেন, শ্রেয়স আয়ারের ইনিংসটি এককথায় অসাধারণ ছিল। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল থামানোই যাবে না। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলাররা যে লাইন বা লেংথেই বল করুক না কেন, আইয়ারের কাছে তার জবাব

ছিল। ও যে শটগুলো খেলেছে, তা সত্যিই দেখার মতো। সেইসঙ্গে তিনি আরও জানান, ভারতের টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক হওয়ার পর থেকেই ব্যাটিংয়ে শ্রেয়সের সময়টা খুব একটা ভালো যাচ্ছিল না। ভারত ম্যাচ জিতছিল ঠিকই, কিন্তু শ্রেয়সের নিজের ব্যাটিং ফর্ম নিয়ে একটা প্রশ্ন ছিল। তাই ওর জন্য একটা বড়ো ইনিংস খেলা খুব জরুরি ছিল। প্রথম টি-টোয়েন্টিতেই ও সেটা করে দেখাল।

নজির কেনের, চারে চার স্পেন

জোড়া গোলের উচ্ছ্বাস কেনের।

লন্ডন, ৭ অক্টোবর : দেশের জার্সিতে সর্বাধিক (১২৫) ম্যাচ খেলা পিটার শিল্টনের নজির ছোঁয়ার দিনে দুরন্ত ছন্দে ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি কেন। নেশনস লিগে চেক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করলেন তিনি। ওয়েম্বলিতে তাঁর দলও জিতল ৩-০ গোলে। অপর গোলটি আত্মঘাতী।

এই গ্রুপে স্পেনের জয়রথ ছুটছে। নেশনস লিগে টানা চার ম্যাচ জিতে ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে লামিনে ইয়ামালরা। এদিন ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে ৬০ মিনিট পর্যন্ত পিছিয়ে ছিল স্পেন। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে পরিবর্ত হিসেবে নামা মিকেল মেরিনো জোড়া গোল করে দলকে জেতান। সমসংখ্যক ম্যাচে দ্বিতীয় স্থানে থাকা ইংল্যান্ডের পয়েন্ট ৯। তৃতীয় স্থানে ক্রোয়েশিয়া (৩ পয়েন্ট)।

মেসিকে বিদায়ী বার্তা নেইমার, রোনাল্ডিনহো ও মদ্রিচের

শেষ ম্যাচেও গোল, চোখের জলে বিদায়

বুয়েনস আইরেস, ৭ অক্টোবর : এস্তাদিও মাস মনুমেন্টাল স্টেডিয়ামের ফ্লাডলাইটগুলো এদিন যেন একটু বেশিই আলো ছড়াচ্ছিল, নাকি ওগুলো আসলে ভিড় করা হাজার-হাজার ভক্তর চোখে জমে থাকা জলকে চকচকে করে তুলছিল? সেটা বোঝার উপায় নেই। বুয়েনস আইরেসের যেই মাঠ একদিন ছোট্ট এক জাদুকরকে আলিঙ্গন করেছিল, বুধবার ভোরে সেই মাঠই সাক্ষী থাকল এক সোনালি যুগের সমাপ্তির। বেনিনের বিপক্ষে ম্যাচটি স্রেফ একটি আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ ছিল না, এটি ছিল দুই দশকের বেশি সময় ধরে চলা এক রূপকথার নায়কের গল্পের শেষ পাতা উল্টানোর দিন।

প্রায় ৮৫ হাজারেরও বেশি দর্শকে ভরা ছিল গোটা মনুমেন্টাল স্টেডিয়াম। বাইরেও ভিড়টা ছিল চোখে পড়ার মতো। সকলেই জানত এই রাত আর কখনও ফিরে আসবে না, ম্যাচ শুরুর আগেই গ্যালারিতে মেসিকে ঘিরে ছিল নানা রকমের আয়োজন। বিশাল আর্জেন্টিনার জার্সিতে লেখা ছিল 'গ্রাসিয়াস'।

বিদায়ী বক্তব্য রাখতে গিয়ে কান্না মেসির।

স্প্যানিশ ভাষায় যার অর্থ হল ধন্যবাদ। মাঠে নামার সময় মেসির চোখে ছিল জল। জাতীয় সঙ্গীতের সময়ও আবেগকে ধরে রাখতে পারেননি তিনি। পাশে ছিলেন তাঁর তিন সন্তান। স্টেডিয়ামে উপস্থিত ছিলেন স্ত্রীও। ম্যাচের শুরুতেই বিশেষ সম্মান জানানো হয় লিওকে। তাঁর ১০ নম্বর জার্সির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ম্যাচের ১০ মিনিটে খেলা থামিয়ে এক মিনিট ধরে করতালি দেন উপস্থিত সমর্থকেরা। প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকার পরে দ্বিতীয়ার্ধে যেন নিজের শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচকে স্মরণীয় করে তুললেন এলএম টেন। গোটা স্টেডিয়ামও এটাই চাইছিল। এদিনও দেখা গেল তাঁর সেই চিরাচরিত রূপ। গোল করালেন এবং নিজেও করলেন। ৪৮ মিনিটে মেসির কর্নার থেকে গোল করেন নিকোলাস ওটামেন্ডি। এরপর ৬১ মিনিটে মেসির বাড়ানোপাস থেকে গোল করেন নিকো পাজ। এরপর এল সেই কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত। ম্যাচের ৭১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করলেন মেসি। আর সেই গোলের সঙ্গে বর্ণময় আন্তর্জাতিক ফুটবলে তাঁর গোলসংখ্যা দাঁড়াল ১২৬টি। আর্জেন্টিনার হয়ে

দেশের জার্সিতে শেষ ম্যাচেও গোল। মেসিকে নিয়ে সতীর্থদের উল্লাস। মঙ্গলবার বুয়েনোস আইরেসে।

সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলা এবং সবচেয়ে বেশি গোল করা ফুটবলার হিসাবে বিদায় নিলেন তিনি। শেষ বাঁশি বাজার পর বাতাসে শোনা যাচ্ছিল বিষাদের সুর। সতীর্থ, প্রতিপক্ষ এবং রেফারি সবাই মেসিকে ঘিরে ধরেন। মেসির চোখে তখনও জল। আকাশে শুরু হয় বিশেষ ড্রোন প্রদর্শনী। বিশ্বফুটবলের অন্যতম সেরা নায়ককে ধন্যবাদ জানাতে গোটা স্টেডিয়াম একসঙ্গে বলে ওঠে 'গ্রাসিয়াস, লিও'। দলের কোচ লিওনেল স্কালোনিও ভীষণই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। তাঁরও চোখের কোণে দেখা যায় বেদনার অশ্রু। পরে তিনি জানান, মেসিকে ছাড় পথ চলাটা কঠিনই হতে চলেছে। পাশাপাশি, সতীর্থ এঞ্জো ফার্নান্ডেজও মেসি বিদায়ী বক্তব্য রাখার সময় ভেঙে পড়েন কান্নায়।

পুরো কেরিয়ার জুড়ে যিনি ডিফেন্ডারদের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন, আজ সেই মানুষটিই গোটা একটা বিশ্বকে কাঁদিয়ে বিদায়ের মঞ্চে দাঁড়িয়ে হাত নাড়লেন। ২০ বছরের দীর্ঘ এই যাত্রায় ঘাম ঝরেছে, ট্রফি এসেছে, ট্র্যাজেডিও এসেছে, আর এসেছে কোটি-কোটি মানুষের হৃদয়ে থাকা নিখাদ ভালোবাসা। মেসি কেবল একটি নামই নন, তিনি ছিলেন বিকালের ক্লান্তি ভোলার ওষুধ, এক টুকরো স্বস্তি আর বিশ্বাসের অন্য আরেকটি নাম।

সবচেয়ে দুঃখের দিন : মেসি

বুয়েনোস আইরেস, ৭ অক্টোবর : বিদায়ী ম্যাচের পর যখন কিছু বলার জন্য তাঁর হাতে মাইক্রোফোন তুলে দেওয়া হল, তখন আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন। চোখের কোনায় জল চলে এসেছিল। কী বলবেন সেটা ভাবছিলেন। এরপর অনেক কথাই উঠে এল লিয়োনেল মেসির মুখে। সেখানে সমালোচকদের প্রসঙ্গ যেমন উঠে এল, তেমনই ছিল বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের সঙ্গে ম্যাচের কথাও। সতীর্থদের ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের জীবনের সেরা মুহূর্তগুলিও তুলে ধরেছেন দীর্ঘ বিবৃতিতে।

মেসি বললেন, এই নীল-সাদা জার্সিটাকে ধন্যবাদ জানানো ছাড়া আমার কাছে কোনও ভাষা নেই। তবে এই জার্সিকে দেওয়ার মতো আর কিছু পড়ে নেই আমার কাছে। ২০ বছর ধরে কঠিনতম মুহূর্তেও কখনও লড়াই ছাড়িনি। বিশ্বকাপ, কোপা আমেরিকা, ফাইনালিসিমা জিতেছি। এগিয়ে গিয়েছি এবং নিজের সেরাটা দিয়েছি আজ এখানে থাকার জন্য। এত বছর ধরে এই জার্সি পরতে পারাটা আমার কাছে বিরাট সম্মানের। এখন অবসরের সময় এসে গিয়েছে। এবারের বিশ্বকাপে আমরা সকলে নিজেদের নিংড়ে দিয়েছিলাম। ফাইনালও খেলতে নেমেছিলাম অনেক শক্তি নিয়ে। বরাবরের মতো

সমর্থকদের বিদায় জানাচ্ছেন মেসি।

শেষ পর্যন্ত লড়ে গিয়েছি। বিশ্বকাপ ধরে রেখে নিজের এবং গোটা দেশের স্বপ্নপূরণের খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারিনি।

আবেগবিহ্বল মেসি আরও বলেন, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল আমাদের জন্য খুব কঠিন ছিল। বিশ্বকাপের পর অনেকেই সেই ম্যাচ নিয়ে নানা মন্তব্য করেছেন। শারীরিক ও মানসিকভাবে আমরা নিজেদের শেষ সীমায় চলে গিয়েছিলাম। সমস্ত শক্তি দিয়ে সতীর্থদের সঙ্গে নিয়ে প্রচুর লড়াই করেছি। আর এখানে আসব না, আর্জেন্টিনা দলের সঙ্গে থাকব না, এটা ভেবেই খুব কষ্ট হচ্ছে। আমার জীবনের সবচেয়ে দুঃখের দিন। তোমাদের খুব মিস করব। যদি নিজের ইচ্ছায় সব হত, তাহলে সারা জীবন এখানে থাকতাম।

বিতর্ক উসকে লিয়ো বলেন, আমরা যখন ঐক্যবদ্ধ থাকি, তখন অন্য সবার চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠি। আগামী দিনেও আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। এমন অনেকে আছে যারা চায় না আর্জেন্টিনার জাতীয় দল জিতুক। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে আমাদের একজোট থাকতে হবে। জাতীয় দলের জার্সির কথা আমার খুব মনে পড়বে। তবে আমি তোমাদের পাশেই থাকব। আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকব।

জেসুস কথা রাখেনি বিস্ফোরক রোনাল্ডো

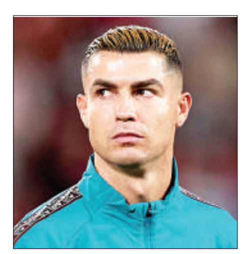

রিয়াদ, ৭ অক্টোবর : জাতীয় দলের শিবির ছেড়ে বেরিয়ে আসার নেপথ্যের ঘটনা এবার নিয়ে মুখ খুললেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। দীর্ঘ একটি বিবৃতিতে পর্তুগালের অধিনায়ক দাবি করেছেন যে, কোচ জর্জ জেসুস তাঁকে দেওয়া কথা একবারও রাখেননি। এমনকী ডেনমার্ক ম্যাচের আগে সাংবাদিক বৈঠকে পরিস্থিতি পরিষ্কার করার জন্য জেসুস যে আটটি নির্দিষ্ট বিষয় বলবেন বলে সম্মতি দিয়েছিলেন, সেগুলিও শেষ পর্যন্ত বলেননি। ঘটনার সূত্রপাত হয় নরওয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচকে কেন্দ্র করে। জেসুস রোনাল্ডোকে জানান, প্রয়োজনে প্রায় ৩০ মিনিট খেলাতে পারেন। সিআর সেভেনও সেই সিদ্ধান্তে সম্মতও হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাঠে নামানোই হয়নি তাঁকে! দীর্ঘ সময় ধরে সাইডলাইনে ওয়ার্ম-আপ করেও বেঞ্চেই বসে থাকতে হয় পর্তুগিজ মহাতারকাকে। আর এখানেই জেসুসের কথা না রাখার প্রথম দিকটি তুলে ধরেন রোনাল্ডো। এরপর জেসুসের সঙ্গে একটি ভিডিও বৈঠক হয় বলে দাবি করেন সিআর সেভেন। সেখানে ছিলেন রোনাল্ডো নিজে, জেসুস, তাঁর পরামর্শদাতা তিয়াগো ক্রাভেইরো এবং রোনাল্ডোর ক্লাব আল নাসরের ক্রীড়া পরিচালক সিমাও কুটিনহো। রোনাল্ডোর বক্তব্য অনুযায়ী, বৈঠকটি হয়েছিল জেসুসের অনুরোধেই। আর সেই আলোচনার পরেই আটটি পয়েন্ট লেখা একটি নথি তৈরি করা হয়। রোনাল্ডো সেই নথিতে সম্মতি দেন এবং সেটি জেসুসের কাছেও পৌঁছে দেওয়া হয়। রোনাল্ডোর দাবি, সেই আটটি পয়েন্টের মধ্যে প্রথমেই বলা হয়েছিল, জাতীয় দলে তাঁর খেলার পরিকল্পনা, যেটা জেসুস নিজেই তৈরি করেছিলেন। কিন্তু প্রেস মিটে সেই কথা পুরোপুরি এড়িয়ে যান পর্তুগিজ কোচ।

মাঠে ময়দানে
8 October, 2026 • Thursday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শিল্ড ফাইনালে ডার্বির টিকিট

ছাপা হল দেরিতে। অনলাইনে চাহিদা তুঙ্গে

আজ যুবভারতীতে শিল্ড ফাইনালে খেতাব নির্ধারণ

ফুরফুরে ইস্টবেঙ্গল, পরীক্ষা মোহনবাগানের

চিত্তরঞ্জন খাঁড়া

বৃহস্পতিবার আইএফএ শিল্ড ফাইনালে আবারও বাঙালির চিরকালীন বড় ম্যাচ। ডার্বির আকাশে বদলার গন্ধ! গত মরশুমে ঐতিহ্যের শিল্ড ফাইনালেও ডার্বি হয়েছিল। রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে টাইব্রেকারে জিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল মোহনবাগান। খেতাব রক্ষার ম্যাচ শুভাশিস বোস, আলবার্তো রডরিগেজদের কাছে। একই সঙ্গে বদলারও। কারণ, মাত্র ৪৪ দিন আগে ডুরান্ড কাপ ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের কাছে ১-৪ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছিল মোহনবাগান। হ্যাটট্রিক করেছিলেন এডমুন্ড লালরিনডিকা। লজ্জার হারের জবাব দেওয়ার ম্যাচও মিগুয়েল ফিগুয়েরা, সাহাল আব্দুল সামাদদের কাছে। কিন্তু মোহনবাগানের খেলায় সেই ঝাঁজটাই নেই। শিল্ড সেমিফাইনালে পাঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে বিশাল কাইথের বিশ্বস্ত হাতে ভর করে টাইব্রেকারে জিতেই ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেছে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। কিন্তু জেলকোভিচদের দিশাহীন ফুটবল নিয়ে আতঙ্কিত সমর্থকেরা।

দলের মতো বাগানের গ্রিক কোচ পানাজিওটিস দিলমপেরিসেরও অগ্নিপরীক্ষা শিল্ড ফাইনালে। অস্তিত্বরক্ষার লড়াই পানোসের। ডার্বি জিতে শিল্ড ধরে রাখতে না পারলে আইএসএলের শুরুতেই চাকরি বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়বে গ্রিক কোচের। তবে মহারণের আগে চাপকে বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়ে ফ্রন্টফুটেই ব্যাট করলেন পানোস। সাংবাদিক বৈঠকে এসে বললেন, ইস্টবেঙ্গলের যদি এডমুন্ডর থাকে। আমাদেরও লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে, মনবীর সিং, সাহালরা আছে। ওরাও হ্যাটট্রিক করেছে। প্রতিপক্ষ বরং আমাদের তারকাদের নিয়ে ভাবুক।

ইস্টবেঙ্গলের কাছে শিল্ড ফাইনাল গুরুত্ব পেলেও তাদের কাছে অগ্রাধিকার পাচ্ছে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-র ম্যাচ। ডার্বির চার দিন পরেই ঘরের মাঠে ইরাকের আল শোর্তার বিরুদ্ধে খেলতে হবে হাবাসের দলকে। তাই লাল-হলুদের কাছে খুবই কঠিন পরিস্থিতি। তবু স্প্যানিশ কোচ স্বীকার করে নিচ্ছেন, তাঁকে শিল্ড ফাইনালে ডার্বিকেও গুরুত্ব দিতে হচ্ছে। হাবাস বললেন, পানামা, ব্রাজিল ও উরুগুয়ে ম্যাচ খেলে দলে যোগ দেওয়া ফুটবলারদের সঙ্গে আমাকে কথা বলতে হবে। তারা ব্রাজিল, উরুগুয়ে, পানামার বিরুদ্ধে খেলেছে। মানসিকভাবে এর একটা প্রভাব থাকে। আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা এবং ক্লাবের হয়ে ফাইনাল খেলা এক বিষয় নয়। বুধবার বিকেলে ইস্টবেঙ্গল মাঠে অনুশীলনে যোগ দেন চার ফুটবলার আনোয়ার আলি, এডমুন্ড, জয় গুপ্তা ও প্রভসুখন সিং গিল। তাঁরা এদিন রিকভারি করেছেন। তবে টিম সূত্রে জানা গিয়েছে, আনোয়ার, এডমুন্ডদের রেখেই মোহনবাগানকে হারিয়ে শিল্ড জয়ের রণকৌশল সাজাচ্ছেন হাবাস। ইস্টবেঙ্গলের গোটা দল বেশ ফুরফুরে মেজাজে রয়েছে। ডুরান্ড ফাইনালে বড় জয়ের আত্মবিশ্বাস মহম্মদ রশিদ, দানি রামিরেজদের সঙ্গে থাকছে। মোহনবাগানের হয়েও জাতীয় দল থেকে ফেরা সাহাল, আপুইয়া, অনিরুদ্ধ থাপারা খেলবেন। তবে তাঁরা হয়তো শুরু করবেন না।

দুই প্রধানের চাণক্যরা টাইব্রেকারে ফাইনালের ফয়সালা চান না। হাবাস ও পানোস দু'জনেই ৯০ মিনিটে ম্যাচ শেষ করতে চাইছেন। ইস্টবেঙ্গলের স্প্যানিশ গুরু বললেন, আমাদের মাঠে কৌশলগতভাবে শৃঙ্খলা দেখাতে হবে। পুরো ম্যাচ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। লক্ষ্য থাকবে ৯০ মিনিটেই জয় নিশ্চিত করা। মোহনবাগান কোচ পানোসও চান ৯০ মিনিটে ম্যাচ শেষ করতে। গোলকিপার বিশাল কাইথের উপর চাপ বাড়াতে চান না।

শিল্ডে ৪২তম ডার্বি এটি। ইস্টবেঙ্গল ২০ বার জিতেছে। মোহনবাগানের জয় মাত্র ৮টিতে। ১৩টি ডার্বি ড্র হয়েছে।

ইস্টবেঙ্গলে অনুশীলনে রশিদ।

প্রস্তুতিতে কোচ পানোসের সঙ্গে মিগুয়েল, সাহালরা। বুধবার যুবভারতীতে।

মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল
(যুবভারতী সন্ধে ৬.১৫, ফ্যান কোড)

৯০ মিনিটেই জয় চান হাবাস

প্রতিবেদন : আইএফএ শিল্ড ফাইনাল ও এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-র ম্যাচের মধ্যে টানাপোড়েনের মধ্যেই বৃহস্পতিবারের শিল্ড ফাইনালের ডার্বিকে গুরুত্ব দিতে বাধ্য হচ্ছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। জাতীয় দল থেকে ফেরা চার ফুটবলার আনোয়ার আলি, এডমুন্ড লিলরিনডিকা, জয় গুপ্তা, প্রভসুখন সিং গিলদের স্কোয়াডে রেখেই শিল্ড ফাইনালে মোহনবাগানকে হারানোর রণকৌশল তৈরি করছেন ইস্টবেঙ্গলের স্প্যানিশ কোচ। তবে উরুগুয়ে ম্যাচ খেলে ফেরা আনোয়ার ও এডমুন্ডদের ৪৮ ঘণ্টার ব্যবধানে ডার্বিতে শুরু থেকে খেলানো হবে কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

লাল-হলুদের স্প্যানিশ কোচ অবশ্য জাতীয় দলের ম্যাচ, ক্লান্তি, নতুন বিদেশি, ডার্বির পাঁচ দিনের মধ্যে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-র ম্যাচ নিয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে কোনও অজুহাত দিতে চান না। বরং শিল্ড ফাইনাল জিতে এসিএল টু-র ম্যাচের প্রস্তুতিটা সেরে নিতে চাইছেন হাবাস। তিনি বলেছেন, কোনও অজুহাত দেব না। আমরা শিল্ড জেতার জন্য প্রস্তুত। প্রতিপক্ষকে আমরা সম্মান করি। কিন্তু আমরা নিজেদের খেলাটা খেলব। ম্যাচ নিয়ন্ত্রণে রেখে ভারসাম্যের ফুটবল খেলতে হবে এবং ৯০ মিনিটেই ম্যাচ শেষ করার লক্ষ্য থাকবে।

ডার্বির আগে সাংবাদিক সম্মেলনে ইস্টবেঙ্গল কোচ হাবাস।

আমরাও পিছিয়ে নেই : পানোস

দেবাশিস ভৌমিক

আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা, তারপরই আইএফএ শিল্ডের মহারণে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে নামতে চলেছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। এই মুহূর্তে হাবাসের অধীনে দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে লাল-হলুদ ব্রিগেড। গত ডার্বিতে ৪-১ ব্যবধানে হারলেও প্রতিপক্ষকে নিয়ে আলাদা করে ভাবতে বা চাপ নিতে নারাজ বাগান কোচ পানাজিওটিস দিলমপেরিস। সাংবাদিক সম্মেলনে এসে সেই কথাই স্পষ্ট করে দিলেন তিনি। পানোস জানান, এটা সম্পূর্ণ অন্য একটা ম্যাচ। তাই নতুন করেই সব হবে। এই ম্যাচের সঙ্গে আমাদের সমর্থকদের আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। তাই আমরা আমাদের সেরাটাই দেব। আমি ইস্টবেঙ্গলের পারফরমেন্স নিয়ে ভাবছি না, আমাদের দল নিয়ে ভাবছি। আমরা পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলি। আমাদের দলে গোল করার মতো ফুটবলার রয়েছে। প্রতিপক্ষ দলে এডমুন্ড থাকলে আমার কাছে ছাংতে, সাহাল রয়েছে। তাই ওরা আমাদের নিয়ে ভাবুক।

আগের ডার্বির ফলাফল বৃহস্পতিবারের ম্যাচে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে, তা নিয়ে ফুটবলমহলে যতই আলোচনা হোক, মোহনবাগান দিলমপেরিসের ভাবনায় সেই সব নেই বললেই চলে। ডুরান্ডের ফাইনালের ফলাফল যে এই ম্যাচে কোনও বাড়তি অসুবিধা তৈরি করবে না, সেটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন সবুজ-মেরুন ব্রিগেডের হেড স্যার। তাঁর মতে, ডার্বির আবেগ এবং চাপকে সামলে রেখে নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী ফুটবল খেলাটাই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাশাপাশি, টাইব্রেকার নিয়ে প্রশ্ন করা হলে প্যানোস সেমিফাইনালের নায়ক বিশাল কাইথের প্রশংসা করেন। সেইসঙ্গে গোলদাতাদেরও কৃতিত্বদেন।

ডার্বির মহড়ায় মোহনবাগানের ফুটবলাররা।